তি

প্র · ধব

নি

তি

প্র

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ধ্ব

নি

সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

ইন্দিরা ও সুশীলকুমার দের

করকমলে—

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব; এবং ইংরেজীর ব্যাকরণ-স্বাচ্ছন্দ্য, গুণবাচক শব্দের প্রতি ফরাসীর মোহ, অথবা জার্মানের অন্বয়, তথা সমাসবাহুল্য, যদিচ বাংলাতে একেবারে দুর্লভ নয়, তবু ওই ভাষাত্রয় আর বঙ্গবাণীর মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ বিদ্যমান। অন্ততঃপক্ষে ভুক্তভোগীরা জানেন যে পাশ্চাত্ত্যের কোনও কোনও সদর্থক বক্তব্য যেমন আমাদের বোধগম্য হয় নেতির সাহায্যে, তেমনই আমরা এমন অনেক কথা প্রত্যহ ব্যবহার করি যা পশ্চিমে বাগাড়ম্বরের পরাকাষ্ঠা; এবং সেই জন্যে, "ম্যাক্‌বেথ্‌"-এর জনৈক সাম্প্রতিক অনুবাদকের মতো, আমি বলতে পারি না যে পরবর্তী পদ্যরচনা বিবিধ বিদেশী কবিতার আক্ষরিক তর্জমা তো বটেই, এমনকি ছন্দের দিক থেকেও যথাযথ অনুকরণ। অনুরূপ চেষ্টা আসলে অনর্থের বিড়ম্বনা; এবং ভাব ও ভাষার অবিচ্ছেদ্য সমীকরণই যে কবির একমাত্র কর্তব্য, এ-সত্যে পৌঁছতে আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেলেও, অপরীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলুম যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধি-নিষেধ অকাট্য। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চপার্বিকের একান্তর ঝোঁক উপস্থিত কিনা, তা আপাতত বিবেচ্য নয় : আমাদের কানে ভালো না লাগলে, তার বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার্থক; এবং চিত্রকল্পের বেলাতেও মাছি-মারা কেরানী রসাভাস ঘটায়, অভীষ্ট আবেগ জাগিয়ে, দর্শকের সাধুবাদ পায় না।

পক্ষান্তরে বাংলা জীবন্ত ভাষা; এবং সেই জন্যে, গ্রামে জন্মেও, শুধু সংস্কৃত কেন, আরবী, ফারসী, হিন্দী, উর্দু, পর্তুগীজ্‌, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতির কাছে নিঃসঙ্কোচে হাত পেতে, সে আজ নগরেও অল্প-বিস্তর লব্ধপ্রতিষ্ঠ। সুতরাং তাকে ভাবনার নূতন প্রণালী শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ; এবং তার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ। অবশ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম-নিরূপণে একদা যৎপরোনাস্তি হঠোক্তি করেছিলেন; এবং বাংলার পরিপাকশক্তি কতখানি, সে-বিষয়ে নিরুক্তির সাহস আর যার থাক, আমার নেই। কিন্তু এ-সিদ্ধান্তে বোধহয়

অনেকে সায় দেবেন যে যীশুর জীবনী লিখতে এখন যেমন অনূদিত বাইবেলের আক্ষরিক রীতি অনাবশ্যক, তেমনই অনাবশ্যক ক্রীস্‌মাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমীর ব্যবহার; এবং তার পরে এমন একটা সাধারণ নিয়ম হয়তো গ্রাহ্য যে ভাবচ্ছবির তারতম্যেও অভিপ্রায় যেখানে বদলায় না, সেখানেই পরিচিত, বা সার্বভৌম, প্রতীক প্রয়োজ্য, অন্যত্র নয়। কারণ, শোচনীয় শোনালেও, না মেনে উপায় নেই যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁরা প্রকৃত উৎসাহী, তাঁদের চিন্তায় পশ্চিমের প্রভাব প্রাচ্যের চেয়ে বেশী; এবং কেবল তাঁরা নন, এ-দেশের জনগণ সুদ্ধ পাশ্চাত্ত্য লোক-যাত্রার একাধিক উপসর্গে উপদ্রুত। ফলত সাম্প্রতিক বাঙালী লেখকের পক্ষে তর্জমা আর মূল রচনার সমস্যা সমান; এবং যিনি চর্বিতচর্বণে সন্তুষ্ট নন, আপন মনের কথা মাতৃভাষায় ফুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, তিনি যে-উপায়ে আত্মপ্রকাশের চাহিদা মেটান, অনুবাদের সাফল্য তারই ইতর-বিশেষ।

অর্থাৎ অনুভূতি ও অভিব্যক্তির অনৈক্য এ-ক্ষেত্রেও পণ্ড শ্রমের সাক্ষ্য; এবং স্বরচিত কবিতায় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের যে-স্থান, কবিতার অনুবাদে সে-আসন আপাতত মূলের প্রাপ্য। অবশ্য বহির্বিশ্ব আর অন্তর্লোকের মধ্যে কার্যকারণের সম্বন্ধ স্থূলে বুদ্ধিরই আবিষ্কার; এবং কাকতালীয় ন্যায়ে এক বার আস্থা হারালে, শুধু এই পর্যন্ত স্বীকার্য যে উভয় জগৎ সমান্তরালবর্তী। কিন্তু একটু ভাবলে, নিঃসংশয় জড়বাদীও অগত্যা মানবেন যে সাহিত্যসৃষ্টি নির্বাচনসাপেক্ষ; এবং কাব্যে হয়তো নিষ্কর্ষিত অভিজ্ঞতারও প্রবেশ নিষিদ্ধ : দেশকালগত উপলব্ধি অবচেতনে তলালে, মানসে যে-আলোড়ন শুরু হয়, রসাত্মক বাক্য বুঝি বা তারই শেষ। অনুবাদের বেলা সংবেদনার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া নামে আদ্য অনুভবের ভূমিকায়; এবং পরে যা ঘটে, তার সঙ্গে কবিতারচনার একমাত্র পার্থক্য এই যে এখানে আদিভূতের বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ অল্প। তাহলেও এমন সার্থক লেখা বিরল যার অভিপ্রায় যুগে যুগে বদলায় না, অথবা যাতে পাঠকবিশেষের ব্যাপক বোধশক্তি প্রশ্রয় পায় না; এবং সেই জন্যে একই কবিতার একাধিক তর্জমা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনই একই অনুবাদকের চোখে তা চির দিন এক রকম দেখায় না। অন্ততঃপক্ষে পরবর্তী অনুবাদসমূহের বর্তমান সংস্করণে প্রথম খসড়ার

এক বর্ণও অবশিষ্ট নেই; এবং বারংবার পরিবর্তনের পরেও কোনওটা মূলের ত্রিসীমানাতে পৌঁছতে পারেনি বটে, তবু এগুলো যে-মহাকবিদের প্রতিধ্বনি, তাঁদের সঙ্গে আমি নিরন্তর সংশোধনের ফলেই একলব্যের সম্পর্ক পাতিয়েছি।

উদাহরণত উল্লেখযোগ্য শেক্‌স্‌পীয়র থেকে অনূদিত সনেট্‌গুচ্ছ; এবং একই কথা হাইনে-র সম্বন্ধেও সত্য। বিশ-বাইশ বছর আগে যখন এঁদের প্রতি প্রথম মন দিই, তখন কলম বেশ দ্রুত চললেও, ইংরেজী বা জার্মান দশ অক্ষরে আঠারো অক্ষরের বাংলা লাইন ভরানো এত শক্ত লেগেছিল যে কেবল পাদপূরণের গরজে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধু রূপ গ্রহণ ও বর্জন, তথা আরও অনেক সুবিধাবাদী প্রকরণ, এড়িয়ে যেতে পারিনি; এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে মাত্রাগণনায় কম পড়েছিল, সেখানে অগত্যা যে-পুনরুক্তি বা বিশেষণবাহুল্যের শরণ নিয়েছিলুম, তাতে ওই কবিযুগলের মতিগতি প্রকাশ পায়নি, ফুটে উঠেছিল তদানীন্তন বাংলা কাব্যের মুদ্রাদোষ। অবশ্য বর্তমান অনুবাদেও পূর্ব সূরীদের স্বাক্ষর অস্পষ্ট; এবং এই অসিদ্ধির দায় আমারই নয়, প্রাগুক্ত ভাষাত্রয়ের অনুচিকীর্ষা বাংলার ধর্ম-বিরুদ্ধও বটে। তথাচ কুড়ি বৎসরে গ্রন্থভুক্ত পদকর্তাদের বিষয়ে আমি যে-অভিজ্ঞতা জমিয়েছি, তা হয়তো এখানে অপেক্ষাকৃত সুপ্রকট; এবং সেই জন্যে, পরবর্তী পদ্য আমার লেখা হিসাবেই বিচার্য জেনেও, প্রত্যেক রচনার নিচে আদিকবির নাম আর বইয়ের শেষে মূলের আদ্য পংক্তি লিপিবদ্ধ করেছি। তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে শুধু তিনটি কবিতা; এবং যে-পুস্তক-তিনখানায় হিউ মেনাই, সীগ্‌ফ্রিড্‌ সসুন্‌ ও হান্‌স্‌ কারোসা-র লেখা-কটি প্রথম দেখেছিলুম, সেগুলি যেহেতু দ্বিতীয় বার হাতে আসেনি, তাই উপস্থিত সংস্করণে মূলের চিহ্নমাত্র আছে কিনা সন্দেহ।

সত্য বলতে কি, যখন বিদেশী কবিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন আমার মনে কোনও মতের বালাই ছিল না, কর্মপ্রবর্তনা পেয়েছিলুম সাময়িক ভালো লাগা থেকে; এবং সে-মৌল সারল্য যে-পর্যন্ত ফুরয়নি, সে-পর্যন্ত যদিও সংশোধনের প্রয়োজন বুঝিনি, তবু সংস্কারকার্য এগিয়েছে ছন্দের শৈথিল্য, শব্দের অপপ্রয়োগ, বাক্যের জড়তা, চিত্রকল্পের অসঙ্গতি ইত্যাদি মীমাংসানিরপেক্ষ ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবিধানে। এ-দিক

দিয়ে দেখলেও, পরবর্তী রচনাবলী আমারই দোষ-গুণের নিদর্শন; এবং এমন ভাবা ভুল যে উদ্‌ভাবনাশক্তির অভাববশতই আমি এই পরকীয় লেখাগুলোর পিছনে এত সময় কাটাতে পেরেছি। কারণ উক্ত পরিশ্রম আসলে অপচয় নয়; এবং অনুবাদে বৈশিষ্ট্যের অবকাশ যতই থাক না কেন, তার সুপরিমিত সীমা যেহেতু স্বেচ্ছাচারের পরিপন্থী, তাই তার চর্চা স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর। অন্ততঃপক্ষে আমাকে অনুবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে-সুযোগ দিয়েছে, নিজের বক্তব্যে তার অর্ধেকও মেলেনি; এবং সেই জন্যে যে-উদ্যমের প্রস্তাবনা নিছক ভালো লাগায়, তার পরিণতি দুরূহের দারুণ আকর্ষণে। পক্ষান্তরে অন্য কোনও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত এ-বইয়ে নেই; এবং রকম রকম লেখার তর্জমায় রীতির ঐক্য তো অরক্ষণীয় বটেই, উপরন্তু, বিভিন্ন কালে অনূদিত ব'লে, একই কবির একাধিক কবিতার বৈষম্যও অপ্রতিকার্য। তবে অনুবাদক সর্বত্রই অদ্বিতীয়; এবং এর ফলে বৈচিত্র্যের অনটন অনিবার্য জেনেও, কোথাও কোথাও কথ্য ও শিষ্ট ভাষার সন্ধি ঘটিয়েছি ভেকবদলের বৃথা চেষ্টায়।

কলকাতা ॥ ১১ জুলাই ১৯৫৪

ইংরেজী

প্রদীপ

বনবীথি জনশূন্য নিশীথে;
শঙ্কিত শিখা বক্ষোদীপে;
সুদূরের বাঁশি ডাকে অভিসারে;
পিছনে কে চলে পা টিপে টিপে;
পথের দু পাশে ভূতের জটলা
স্মৃতি-বিস্মৃতি উজাড় করে;
চিত্রার্পিত পুরাণকাহিনী
নক্ষত্রের ঘুণাক্ষরে;
চক্রী পবনে গূঢ় কানাকানি,
প্রতিবাদে জাগে প্রতিধ্বনি;
বনস্পতির নিবিদ রটায়
অবোধ হৃদয়ে কী আগমনী;
অনাদি কালের চির রহস্য
ত্রস্ত শরীরে বেপথু হানে;
সৃজননেমীর ঘূর্ণাবর্ত
ভ্রাম্যমাণেরে কেন্দ্রে টানে;
বিশ্বপিতার হাতে হাত রেখে,
শিশু ধরিত্রী আচম্বিতে
দোলা ছেড়ে ওঠে, টলমল পদে
ক্রান্তিবলয়ে টহল দিতে;
স্তম্ভিত কভু হয় না সে তবু,
যদিও পলক পড়ে না চোখে;
শুধু আনন্দবেদনার সাড়া
পায় মাঝে মাঝে মানসলোকে॥

নিশীথে বিজন বনবীথি যবে,
শঙ্কিত শিখা বক্ষোদীপে,

নিরুদ্দেশের যাত্রী তখন
আপনার ছবি নিরখে নীপে;
প্রথম প্রাণের পরম প্রণবে
সার্থক তার মর্মবাণী;
অভিসারিকার নূপুরে সে-সুর,
সে-তালে দোদুল অরণ্যানি;
অগ্নিগর্ভ গুল্মে আবার
পুরাণপুরুষ আবির্ভূত;
কাণ্ডে কাণ্ডে ধরা পড়ে যূপ
আত্মবলির মন্ত্র-পূত;
যুগান্তরের সঞ্চিত খেদ
নিবেদন করে মৌন তারে;
মৃত্যুদণ্ডে নতশির যীশু
তারই অগ্রিম কপটাচারে;
দর্শক আর দৃশ্যের দ্বিধা
ঘুচে যায় তার সঙ্গোপনে;
থাকে না প্রভেদ শ্রুতিতে শ্রোতাতে,
প্রবর্তকে ও প্রবর্তনে;
প্রেমেও যেহেতু নিষ্কাম, তাই
নির্বিকার সে দুঃখে, সুখে;
আত্মীয়-পর সরূপ যমজ,
পক্ষপাতের আপদ চুকে;
নৈশ পাখীর স্বগত কূজনে
পূরে আরব্ধ কাব্যকলি;
জানে সে কোথায় মাধুরী জমায়
অন্ধকারের অতলে অলি;
চটকের চ্যুতি দেখে সে যেমন,
তেমনই মুগ্ধ উল্কাপাতে;
ভাস্বর বনবীথিকা যখন
দীপ্রহৃদয়, নিভৃত রাতে॥

দূর থেকে দূরে যায় সে একাকী,
নিঃস্ব, অথচ পৃথিবীপতি;
অদ্বিতীয় সে অনুকম্পায়,
ত্রিভুবনে তার অবাধ গতি;
মন্দাকিনীর অমৃতশীকর
থেকে থেকে তার মাথায় ঝরে;
অধরার বরমাল্য গলায়,
সৃষ্টির চাবি মুক্ত করে,
সে আসে যেখানে বন্দী অরূপ
যক্ষজাগর পাতালে কাঁদে,
পারায়ে বনের নৈশ নিরালা
বক্ষোদীপের আশীর্বাদে॥

— হিউ মেনাই

মাধুরী

শূন্য মাঠে সূর্যোদয়, গিরিশৃঙ্গে সূর্যাস্ত দেখেছি,
গম্ভীর সৌন্দর্যে শান্ত সনাতন গায়ত্রীর মতো;
মাধবের সমাগমে অতসীর পরাগ মেখেছি;
প্রত্যক্ষ করেছি তৃণ নব জলধারায় উদ্‌গত॥

ফুলের খেয়াল আর সমুদ্রের ধ্রুপদ শুনেছি;
পাল-তোলা তরী থেকে তাকিয়েছি কত দূর দেশে;
কিন্তু সে-সমস্তে নয়, বিধাতার প্রসাদ গুণেছি
তার বাঁকা বিম্বাধরে, কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিপাতে, কেশে॥

—জন্ মেস্‌ফীল্‌ড্

প্রদোষ

প্রদোষ : বিলীয়মান দূর বনরাজী;
কানে আসে কাকের কলহ;
শৈলমূলে কুয়াশা ও একাধিক দীপ;
সর্বোপরি একমাত্র গ্রহ;
চাষীরা ফসল মাড়ে ওই যে-খামারে,
থেমে গেছে ওখানে গুঞ্জন।
প্রদোষ : সখার সঙ্গে পরিচিত পথে
পুনরায় করি বিচরণ॥

যারা মৃত, এক কালে প্রিয় ছিল যারা,
ভাবি সেই বন্ধুদের কথা :
মৃত আজ সে-সুন্দর বন্ধুরা, যদিও
ক্ষণস্থায়ী মৃত্যুর ক্ষমতা;
তাদের সুন্দর দৃষ্টি অশুচি ধূলায়,
একে একে, নিবে গেছে কবে;
সুন্দরহৃদয় তারা প্রচুর প্রসাদ
এনেছিল আমার শৈশবে॥

— জন্‌ মেস্‌ফীল্‌ড্‌

স্বপ্নপ্রয়াণ

চেয়ে দেখেছিলে আমাকে নিবিড় সুখে,
বিচ্ছেদে আজ খেদ, ক্ষতি নেই তাই;
যেখানেই থাকো, সেখানে, দীপ্র মুখে,
স্বপ্নকে দিও আঁধার শয়নে ঠাঁই॥

ঘুমে বুজে আসে তোমার তরল আঁখি,
বিবশ রসনা মানে না তথাপি মানা;
মিলনে যে-কটি কথা রয়ে গেল বাকী,
অবাধ হয়েছে বিরহে তাদের হানা॥

ঘুমাও, ঘুমাও, আরামে ঘুমাও তবে,
আমার আশিসে তোমার শিয়র পূত;
সংবৃত তুমি অধুনা যে-গৌরবে,
আমি সে-রহসে নিয়ত আবির্ভূত॥

কৃপণ গানের অমৃত সঞ্চয়নে
ব্যক্ত তোমার অনুপম পরিচিতি;
বাসা বেঁধেছিলে আজ যে-আলিঙ্গনে,
তাতে বার বার ফেরাবে তোমাকে স্মৃতি॥

—সীগ্‌ফ্রিড্‌ সসুন্‌

কালতরী

গম্ভীর গিরির ভালে ক্ষীণ ইন্দ্রধনুর তিলক—
এ-পারে তুমি ও আমি—ব্যবধান দম্ভোলিপ্রহত—
অবরোহী পাদদেশে ছত্রভঙ্গ শ্রমিকের দল,
অসিত স্থাণুর মতো, বদ্ধমূল সবুজ গোধূমে॥

আমার ঘনিষ্ঠ তুমি, অনাবৃত চরণযুগল—
বিরঞ্জন বাতায়ন মাঝে মাঝে উদ্‌গীরণ করে
উলঙ্গ কাষ্ঠের ঘ্রাণ; সে-উগ্র গন্ধের ফাঁকে ফাঁকে
ভেসে আসে চেতনায় উচ্ছ্বসিত কেশের সুরভি—
চটুল চপলা খসে আচম্বিতে নভস্তল থেকে॥

হরিতাভ হিমবাহে দেখা দেয় মসীকৃষ্ণ তরী,
সন্নিহিত শর্বরীর অগ্রদূত যেন—গতি তার
কোন্ নিরুদ্দেশে?—নিরুত্তর নির্লিপ্ত আকাশে হাঁকে
বজ্র নিরন্তর—ভয় নেই, তবু ভয় নেই; আজ
এই উদ্যত দুর্যোগে, আমার সম্মুখে তুমি, আমি
আছি তোমার পাশেই—দিগম্বর বিদ্যুতের জ্বালা
নির্বাপিত পুনরায় চমকিত শূন্যের অগাধে—
নাস্তিসাক্ষী আমাদের দৃষ্টিবিনিময়—চরাচরে
অনাত্মীয় আর যা সমস্ত কিছু : মগ্ন কালতরী॥

—ডি-এইচ্ লরেন্স্

উত্তর

"চাঁদ কী রকম?" শুধালে কেউ, বোলো,
"এমনইটি ঠিক," দাঁড়িয়ে ছাদের পরে।
দেখিও মুখের দীপ্র সমারোহ,
"সূর্য কেমন?"—প্রশ্ন যদি করে।
জানতে যে চায় কিসের গুণে যীশু
প্রাণ পুনরায় জাগিয়েছিল শবে,
তার কপাল ও আমার অধর ছুঁয়ো
চুম্বনে—সব সহজ, সরল হবে॥
—সি-ফীল্ড্-কৃত জালালুদ্দীন রুমি-র ইংরেজী অনুবাদ

পুত্রেষ্টি

তোমার সদ্‌গুণে যদি ভ'রে ওঠে আমার কবিতা,
তবে তার বস্তুনিষ্ঠা মেনে নেবে কে আগামী কালে?
অথচ, ঈশ্বর সাক্ষী, এ-প্রসঙ্গে যা লিখি, তা বৃথা;
তোমার বিভূতি প্রায় অদৃশ্য এ-চৈত্যের আড়ালে।
সামর্থ্যে কুলাত যদি ও-চোখের সৌন্দর্য-বর্ণনা,
অথবা কীর্তনসাধ্য হতো যদি তোমার প্রসাদ,
তাহলে রটাত লোকে এ কেবলই কপোলকল্পনা :
কে কবে পেয়েছে মর্ত্যে অমৃতের সাক্ষাৎ সংবাদ?
আমার রচনা তাই ভবিষ্যতে বিদ্রূপই কুড়াবে,
সেই বৃদ্ধদের মতো, হ্রস্বসত্য, দীর্ঘজিহ্বা যারা;
কবির উচ্ছ্বাস ব'লে, কনিষ্ঠেরা তোমারে উড়াবে,
ভাবিবে তোমার প্রাপ্য প্রশস্তির প্রচলিত ধারা।
কিন্তু যদি সে-সময়ে থাকে তব পুত্র উপস্থিত,
তোমারে দ্বিজত্ব দিবে তবে সে ও আমার সঙ্গীত॥

—উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র

ফাল্গুনী

বসন্তদিনের সনে করিব কি তোমার তুলনা?
তুমি আরও কমনীয়, আরও স্নিগ্ধ, নম্র, সুকুমার :
কালবৈশাখীতে টুটে মাধবের বিকচ কল্পনা,
ঋতুরাজ ক্ষীণপ্রাণ, অপ্রতিষ্ঠ যৌবরাজ্য তার;
অলোকের বিলোচন কখনও বা জ্বলে রুদ্র তাপে,
কখনও সন্নত বাষ্পে হিরণ্ময় অতিশয় ম্লান;
প্রাকৃত বিকারে, কিংবা নিয়তির গূঢ় অভিশাপে,
অসংবৃত অধঃপাতে সুন্দরের অমোঘ প্রস্থান।
তোমার মাধুরী কিন্তু কোনও কালে হবে না নিঃশেষ
অজর ফাল্গুনী তুমি, অনবদ্য রূপের আশ্রয়;
মানে না প্রগতি তব মরণের প্রগল্‌ভ নির্দেশ,
অমৃতের অধিকারী যেহেতু এ-পংক্তিকতিপয়।
মানুষ নিঃশ্বাস নেবে, চোখ মেলে তাকাবে যাবৎ,
আমার কাব্যের সঙ্গে তুমি রবে জীবিত তাবৎ॥

— উইলিয়ম্‌ শেক্‌স্‌পীয়র

নিত্য সাক্ষী

ওরে সর্বভুক কাল, খর্ব কর সিংহের নখর;
ধরার জঠর ভরা তারই যত স্বরূপ সন্তানে;
উপাড়ি ব্যাঘ্রের দন্ত, হান তার জিঘাংসা প্রখর;
অচিরে মরুক ডুবে রক্তবীজ নিজ রক্তবানে।
যা তুই, উচ্চল কাল, ইচ্ছামতো ছড়া গে জগতে
সুসময়, দুঃসময় নির্বিচার ঋতুচক্র থেকে;
মাধুরীর অপমান হয় যদি, হোক পথে পথে,
আমার বারণ শুধু একটি পাপের অতিরেকে :
পুরাতন লেখনীতে কোনও দিন চাসনে আঁকতে
আমার প্রিয়ার ভাল প্রহরের কুটিল রেখায়;
তোর পঙ্কস্রোত যেন সে পারায় ময়ূরপঙ্খীতে;
সৌন্দর্যের সাক্ষ্য ব'লে, নিত্য যেন প্রতিষ্ঠা সে পায়।
না, তোরে সাধি না, কাল; দেখি তোর ক্ষমতা কেমন :
আমার কবিতা দিবে প্রেয়সীরে অনন্ত যৌবন॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

মিতভাষী

সেই কবিদের মতো ক্ষিপ্র নয় আমার কল্পনা,
চতুরার অঙ্গরাগে পরাশ্রীর স্বপ্ন যারা দেখে,
অতিমর্ত্য উপাদানে রচে যারা ডাকের গহনা,
সৌন্দর্যের প্রতিযোগে নষ্ট করে স্বার্থ একে একে,
ধূলার ধরায় যারা কোনও কালে নয় বদ্ধমূল,
পেড়ে আনে জ্যোতিষ্কেরে, মন্থে যারা সিন্ধু মণিময়,
অম্লান যাদের মাল্যে ফাল্গুনের আশুক্লান্ত ফুল,
বিজড়িত বাহুপ্রান্তে নীলকান্ত বায়ুর বলয়।
প্রেমে সত্যসন্ধ আমি, অপলাপে ফুরাব না মসী,
মানো মোর নিবেদন—অন্য কোনও মনুষ্যদুহিতা
আমার প্রিয়ার চেয়ে নয় বটে অধিক রূপসী,
তথাচ রুচিরতর অমরার হৈম দীপান্বিতা।
প্রবাদবিলাসী যারা অতিকথা তাদেরই মানায় :
আমি তো পসারী নই, গুণগানে আমার কি দায়?

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

বিনিময়

মুকুরে নেহারি ছায়া করিব না বার্ধক্যস্বীকার,
সমান বয়সী রবে যত দিন তুমি ও যৌবন;
হেরিব কালের লিপি কিন্তু যবে কপালে তোমার,
তখন মানিব সাধ্য মরণেই জীবনশোধন।
ঢেকে আছে তোমারে যে-সৌন্দর্যের দিব্য প্রাবরণী,
সে আমারই বাসসজ্জা; বিনিময়ে আমার হৃদয়
যেমন তোমাতে ন্যস্ত, তুমি স্থিত আমাতে তেমনই
তোমার বার্ধক্য বিনা জরা নেই আমারও নিশ্চয়।
থেকো সদা সাবধান অতএব আমার মঙ্গলে,
আমিও তোমার হিতে আপনারে পালিব নিয়ত;
বিপদে তোমার আত্মা রক্ষা পাবে আমার অতলে,
সতর্ক ধাত্রীর হাতে সমর্পিত শিশুদের মতো।
আমার হৃদয় যদি মরে, তবু পেও না প্রয়াস
ফিরে নিতে সে-হৃদয় যার স্বত্বে আমি অবিনাশ॥

—উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র

শান্তিনিকেতন

বিশ্রব্ধ নিদ্রার লোভে ত্বরা লই আশ্রয় শয়নে,
শ্রান্ত অঙ্গ-সমুদয় পথকষ্ট পাশরিতে চায়;
কিন্তু চিত্ত অচিরাৎ বাহিরায় বিদেহ ভ্রমণে,
শরীরের কর্মচ্যুতি মানসের কর্তব্য বাড়ায়।
তখন আমার চিন্তা, পরিহরি সুদূর প্রবাস,
দুর্গম তীর্থের পথে নিরন্তর সন্ধানে তোমারে;
ভারানত নেত্র, তবু নেই তাতে তন্দ্রার আভাস,
আজন্ম অন্ধের মতো, অনিমেষে তাকাই আঁধারে।
শুধু সে-বীভৎস অমা একেবারে নিরালোক নয়,
জ্বলে, মণিদীপসম, তার কেন্দ্রে ছায়ামূর্তি তব;
হানে সে-ভাস্বর রুচি নিশীথের নিবিড় সংশয়,
রূপ দেয় তমিস্রারে, জরতীরে করে অভিনব।
দিবা কাটে কায়ক্লেশে, বীত নিশা মনস্তাপে তাই :
তত দিন শান্তি নাই, যত দিন তোমারে না পাই॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

দুর্দিনের বন্ধু

ভাগ্যের ভ্রূভঙ্গে আর মানুষের তিরস্কারে জ্ব'লে,
অপাংক্তেয় আত্মা যবে নির্বাসনে করে পরিতাপ :
যদিও বধির বিধি, তবু শূন্য ভরে উচ্চ রোলে;
নিজের দরদী নিজে, অদৃষ্টেরে দেয় অভিশাপ;
যখন মাৎসর্য জাগে অপরের আতিশয্য দেখে,
সমান সৌষ্ঠব যাচি, যাচি তুল্য বান্ধবমণ্ডলী;
যা কিছু আজন্ম প্রিয়, সে-সমস্ত দূরে ঠেলে রেখে,
পরের সুযোগ সাধি, হতে চাই পরবলে বলী;
সে-ধিক্কৃত দুঃসময়ে কিন্তু যদি দুঃস্থ চিন্তা মম
পায়, বন্ধু, দৈবক্রমে, লক্ষ্য-রূপে বারেক তোমায়,
তবে চিত্ত আচম্বিতে, নিশান্তের ভরদ্বাজ-সম,
মৃন্ময় কুলায় ছেড়ে, স্বর্গদ্বারে মাঙ্গলিক গায়।
তোমার প্রেমের স্মৃতি মাধুর্যের উৎস অফুরান্;
সে-ঋদ্ধির পাশে তুচ্ছ চক্রবর্তী রাজার সম্মান॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

সান্ত্বনা

যেমনই বিক্ষিপ্ত চিত্ত মৌন হয় মাধুর্যের ধ্যানে,
দণ্ডসত্রে তৎক্ষণাৎ ডেকে আনে অতীতের স্মৃতি :
ফেলি নব দীর্ঘশ্বাস দুর্লভের প্রত্ন উপাখ্যানে;
নষ্ট সময়ের লাগি হাহুতাশ করি যথারীতি;
যে-অমূল্য সুহৃদেরা অন্তর্হিত অব্যয় নির্বাণে,
তাদের উদ্দেশে জমে অশ্রুকণা অনভ্যস্ত চোখে;
ঘুচে গেছে যে-যাতনা প্রাক্তন প্রেমের অবসানে,
অদৃশ্য যে-অপচয়, কাঁদি সেই সংক্রান্তির শোকে;
অনির্দিষ্ট অভিযোগ পীড়া দেয় আমারে আবার;
গণি, জপমালাসম, একে একে যত দৈন্যবোধ;
পূর্ব পরিতাপ জুড়ে, জের টানি দুঃখতালিকার;
যে-ঋণ চুকেছে, চাই পুনরায় তার পরিশোধ।
কিন্তু যদি দৈবক্রমে মনে পড়ে তখন তোমায়,
তবে, বন্ধু, কষ্ট কাটে, সব ক্ষতি লাভে লয় পায়॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

উত্তরাধিকারী

তোমার মহার্ঘ্য বক্ষে বর্তমান তাদের হৃদয়,
যাদের সাড়া না পেয়ে, মৃত ব'লে হয়েছিল মনে;
ভস্মীভূত বান্ধবেরা ও-রাজত্বে নিয়েছে আশ্রয়;
ওর যুবরাজ প্রেম, পরিবৃত প্রিয় পরিজনে।
চেয়েছে আমার কাছে যে-পবিত্র অশ্রুর প্রণামী
প্রণয়ের পুরোহিত গতাসুর প্রতিনিধি-রূপে,
সেই অপহস্তে দান বৃথা নয় জানি আজ আমি,
সমস্ত তর্পণবারি সন্নিবিষ্ট ওই পুণ্য কূপে।
তুমি সে-উৎকীর্ণ চৈত্য অনঙ্গের বিভূতি যেখানে
সংরক্ষিত চিরতরে সমুদয় বৈজয়ন্তী-সহ;
অনুপূর্ব দয়িতেরা রেখে গেছে স্বাক্ষর সেখানে;
সংগত তোমার ঐক্যে যত খণ্ড স্বার্থের কলহ।
তাদের অভীষ্ট মূর্তি নিরন্তর তোমাতে নেহারি
আমার সম্বল তুমি, সর্বস্বের উত্তরাধিকারী॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

সৌর ধর্ম

দেখেছি অনেক বার স্বেচ্ছাচারী বালার্ক বিতরে
রাজকীয় অনুগ্রহ অনুগত পর্বতের কূটে,
সুবর্ণ চুম্বনে তার শষ্পশ্যাম প্রান্তর শিহরে,
নদীর পাণ্ডুর জল রসায়নে হৈম হয়ে উঠে;
আবার মুহূর্তমধ্যে নীচ মেঘ পায় অনুমতি
সে-স্বর্গীয় মুখচ্ছবি আবরিতে কলুষকালিতে;
পশ্চিমের নিরুদ্দেশে দিনমণি ধায় গূঢ়গতি,
ধরারে বিধবা ক'রে, অপমানে আত্মবলি দিতে।
মোর ভাগ্যসবিতাও এক দিন ঊষার উদ্যোগে
সর্বজিৎ আশীর্বাদ ঢেলেছিল দীনের মস্তকে;
কিন্তু দণ্ড-দুই মাত্র সে-প্রসাদ এসেছিল ভোগে,
সমস্ত গৌরব আজ লুপ্ত ঘনঘটার স্তবকে।
তথাপি আমার প্রেম অপারগ অবজ্ঞিতে তারে :
কলঙ্ক সূর্যের ধর্ম, কি আকাশে, কি মর্ত্যসংসারে॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

দুঃসময়

উদার, উদ্দীপ্ত দিন তুমিই তো দেবে বলেছিলে,
উত্তরীয়ব্যতিরেকে এনেছিলে রিক্ত পথে ডেকে।
কুৎসিত দুর্যোগে আজ কেন তবে আমারে ঘেরিলে,
জঘন্য জলদজালে কেন রাখো বরাভয় ঢেকে?
এখনও, বিদারি বাষ্প, কদাচিৎ মুখে চাও বটে,
ঝঞ্ঝাহত ভাল হতে মুছে নাও বাদলের কণা;
সকলই বিফল তবু: সে-স্নেহের অখ্যাতিই রটে,
যার গুণে ক্ষত সারে, কিন্তু বাড়ে ক্ষতের লাঞ্ছনা।
তোমার লজ্জায় নেই আমার শোকের প্রতিকার;
যদিচ সন্তপ্ত তুমি, তৎসত্ত্বেও সর্বস্বান্ত আমি:
ঘাতকের সান্ত্বনায় সহনীয় হয় না সংহার;
বঞ্চিতের মর্মপীড়া জানে শুধু একা অন্তর্যামী।
তাহলেও ও-প্রেমাশ্রু মুক্তাসম দুর্মূল্য, দুর্লভ;
ওরে পেয়ে ভুলে যাই যত তব অপরাধ, সব॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

নির্বিকার

উপলবন্ধুর তটে ধায় যথা চলোর্মি সতত,
আমাদের পরমায়ু ছুটে তথা সমাপ্তির পানে :
দিনক্ষণপরম্পরা স্থানপরিবর্তনে নিরত,
ক্রমান্বয় উপক্রম প্রত্যেকেরে অগ্রে টেনে আনে;
ঊষার কনকচ্ছটা উষসীরে মুকুটিত করে,
সে-স্বরাট্ সমারোহে নিত্য নামে কুটিল আঁধার;
একদা স্বহস্তে কাল যে-দুর্লভ ঐশ্বর্য বিতরে,
নিজেই ফিরায়ে নেয় আবার সে-উত্তরাধিকার;
যৌবনের উচ্ছ্বাসেরে হানে সদা কালের ত্রিশূল,
আঁকে সমান্তর রেখা সুন্দরের উন্নত ললাটে;
তপস্যার উপলব্ধি কালান্তরে মারাত্মক ভুল,
মিলে না এমন মাঠ কাল যার ফসল না কাটে।
তথাপি তোমার স্তুতি মুদ্রাঙ্কিত মোর কবিতায়,
কালের কবল-মুক্ত দুরাশার কীর্তিস্তম্ভ-প্রায়॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

গুপ্ত প্রেম

আমার মৃত্যুর দিনে যত ক্ষণ রোষরুক্ষ স্বরে
রটাবে বিমর্ষ ঘণ্টা, পরিহরি ঘৃণ্য নরলোক,
প্রবিষ্ট হয়েছি আমি ঘৃণ্যতর কীটের কোটরে,
চাও তো, আমার জন্য তত ক্ষণ কোরো তুমি শোক।
না, তখন এ-কবিতা দৃষ্টিপথে দৈবাৎ এলেও,
এ যে কার হস্তাক্ষর, স্মরণে তা রেখো না, কারণ
তোমারে এমনই আমি ভালোবাসি যে বিস্মৃতি শ্রেয়,
ভবিষ্যের সর্বনাশ সাধে যদি ভূতের মারণ।
আমার মিনতি মেনো—মিশে যাব মৃত্তিকায় যবে,
বর্তমান পদাবলী দেখো যদি তুমি সে-সময়,
তাহলে আমার নাম এমনকি জোপো না নীরবে;
এ-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় যেন তোমার প্রণয়।
নচেৎ তোমার খেদে খুঁজে পাবে অভিজ্ঞ সংসার
বিদ্রূপের যে-সুযোগ, নিমিত্তের ভাগী আমি তার॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

প্রবী

যে-ঋতু আমার মাঝে দেখো তুমি, তার নাম শীত,
পীত পত্র-কতিপয় কাঁপে যবে হিমাহত শাখে,
যখন বিধ্বস্ত কুঞ্জে থেমে যায় বিহঙ্গসঙ্গীত,
মূর্তিপরিগ্রহ ক'রে, সর্বনাশ মুহুর্মুহু হাঁকে।
সূর্য অস্তাচলে গেলে, যে-দ্বিধার অসুস্থ আভাস,
রাঙায়ে পশ্চিম, মেশে অচিরাৎ নিবিড় আঁধারে,
সে-বিষাদে সমাকীর্ণ দেখো আজ মোর চিদাকাশ;
মরণের সহোদর নিশি জাগে সুষুপ্তির দ্বারে।
আমার হৃদয়কুণ্ডে দেখো যেই বহ্নি ম্রিয়মাণ,
সে শুধু চিতাবশেষ, কৈশোরের ভস্মান্ত উৎসাহ;
একদা যে-হবি তারে দিয়েছিল অপর্যাপ্ত প্রাণ,
তারই আতিশয্যে বুঝি অনিবার্য আজ অন্তর্দাহ।
এ-দুর্দশা দেখে, কিন্তু দ্রুত বাড়ে তোমার প্রণয় :
মানুষ তারেই চায়, যারে শীঘ্র ছেড়ে দিতে হয়॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

অবিনাশ

তথাপি নিশ্চিন্ত থাকো : উগ্রচণ্ড যমদূত যবে
আসিবে আমারে নিতে, শুনিবে না কারও উপরোধ,
তখনও এ-কবিতায় মোর স্বত্ব বিদ্যমান রবে,
এ-স্মৃতিমন্দির দিবে চির কাল তোমারে প্রবোধ।
এ-দিকে তাকালে পরে, খুঁজে পাবে বাণীর নিভৃতে
আমার তন্মাত্র তুমি, করেছি যা উৎসর্গ তোমারে :
ধূলিই ধূলির প্রাপ্য, তাই শুধু মিলিবে ধূলিতে ;
আমার একান্ত আত্মা গচ্ছিত তোমার অধিকারে।
যাবে যা মৃত্যুর গ্রাসে, নিতান্তই সে তো মলময়,
উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল, তথা ক্রিমিদের উপজীব্য শব,
অধমের গুপ্ত অস্ত্রে অপৌরুষ তার পরাজয়,
মনে রাখিবার মতো নেই তার তিলার্ধ বৈভব।
আধার অপ্রতিগ্রাহ্য, আধেয়ই মহার্ঘ্য কেবল ;
বর্তমান ছন্দোবন্ধে সে-সম্পদ, জেনো, অবিচল॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

প্রাণবায়ু

তোমার সমাধিলিপি আমি লিখে যাই বা না যাই,
দেখো বা না দেখো তুমি ভূমিগর্ভে আমার বিপাক,
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এ-স্মৃতির তিরোধান নাই;
যেটুকু অরক্ষণীয়, একা আমি তার অংশভাক।
এক বার গত হলে, মৃত আমি পৃথিবীর কাছে;
কিন্তু তুমি অতঃপর অমৃতের উত্তরাধিকারী :
আমার অনন্ত শয্যা অবজ্ঞার আনাচে-কানাচে;
তোমার অক্ষয় চৈত্য মানুষের চক্ষে বলিহারি।
আমার সম্ভ্রান্ত কাব্যে প্রতিষ্ঠিত কীর্তিস্তম্ভ তব;
শিখিবে অনুজবৃন্দ জন্মে জন্মে সে-অনুশাসন;
তোমার বন্দনা-পাঠে মুখরিবে জিহ্বা নব নব,
যখন একাদিক্রমে রুদ্ধশ্বাস শ্বাসজীবিগণ।
তুমি রবে বর্তমান (এ-লেখনী হেন শক্তি ধরে)
মানুষের মুখে মুখে, প্রাণ যেথা অবাধে সঞ্চরে॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

অনিবার্য

অন্তিমে অবার্য হলে, হানো ঘৃণা এখনই আমাকে,
ব্রহ্মাণ্ডের বৈপরীত্যে যে-সময়ে অকর্মণ্য আমি;
নোয়াও আমার মাথা নৈমিত্তিক দৈবদুর্বিপাকে,
কুড়ায়ো না সর্বনাশে বাকী কানাকড়ির প্রণামী।
এ-হৃদয় মুক্তি পাবে বর্তমান শোক থেকে যবে,
সে-দিন এসো না ফিরে বিতাড়িত দুঃখের পশ্চাতে;
বিলম্বের বিড়ম্বনা ঘটায়ো না ধার্য পরাভবে,
ঝঞ্ঝাহত রাত্রি যেন ফুরায় না বৃষ্টিমগ্ন প্রাতে।
যদি ছেড়ে যেতে চাও, পরিশেষে যেও না তাহলে,
পরম্পর উপসর্গে যে-দুর্যোগে আমি উপদ্রুত;
কৃতান্তের বিনিয়োগ কোরো সূত্রধারের বদলে,
যাতে বুঝি প্রারম্ভেই নিয়তির অমোঘ আকৃত।
তোমার বিয়োগ, জানি, জাগাবে যে-অপার নির্বেদ,
খেদ ব'লে গণ্য নয় তার পাশে উপস্থিত খেদ॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

কালযাত্রা

অজর আমার কাছে তুমি সদা, সুদর্শন সখা :
যে-সৌন্দর্যে শুভদৃষ্টি হয়েছিল আপাততন্ময়,
আজও তা তোমাতে দেখি; অথচ বনশ্রী পলাতকা
ইতিমধ্যে তিন বার, মাধবের মদির সঞ্চয়
তিন বার হৃত শীতে, তিন বার ঋতুর বিকারে
হেমন্তের অনুগত বসন্তের শ্যাম সমারোহ,
সুগন্ধী ফাল্গুনত্রয় পরিণত জ্যৈষ্ঠের অঙ্গারে :
এখনও অক্ষুণ্ণ শুধু সদ্যোজাত তোমার সম্মোহ।
তবু, শঙ্কুপট্টসম, সুন্দরের ললাটফলকে
কালের কীলক, হায়, অগোচর চৌর্যে ঘূর্ণমান;
হয়তো তোমার কান্তি ক্ষ'য়ে যায় পলকে পলকে,
আসক্তির আধিক্যেই প্রবঞ্চিত আমার নয়ান।
অজাতবার্ধক্য বন্ধু, তাই বলি অতীতপ্রত্যূষ
সে-মৌল মাধুর্য আজ, তুমি যার উত্তরপুরুষ॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

অতিদৈব

আমার ভয়ার্ত বুদ্ধি, কিংবা সেই চিন্ময় পুরুষ,
যার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি সমাহিত অনাগত কালে,
জানে না আমার প্রেম কী সত্যের গুণে নিরঙ্কুশ,
কেন তার পরমায়ু ন্যস্ত নয় ভাগ্যের খেয়ালে।
রাহুমুক্ত পূর্ণ চন্দ্র প্রত্যাগত অমৃতে আবার;
দুঃখবাদী গণকেরা উপহাস্য নিজেদের কাছে;
সংশয়ের নিপাতনে অব্যাহত প্রমার উদ্ধার;
যে-শান্তি আরব্ধ আজ, অনন্তের স্ফূর্তি তাতে আছে।
উপস্থিত সন্ধিলগ্ন; সুযোগের দিব্য রসায়নে
পুনরুজ্জীবিত প্রেম; মৃত্যু মোর পদানত দাস।
নির্বাক নির্বোধ যারা; অভিভূত তারাই মারণে;
এই অকিঞ্চন কাব্যে অপরাস্ত আমি, অবিনাশ।
সে-দিনও তোমার স্মৃতি প্রকীর্তিত রবে এ-সঙ্গীতে,
রাজাদের জয়স্তম্ভ মিশে যাবে যে-দিন ধূলিতে॥

— উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র

কামরূপ

লজ্জাকর অপচয়ে চেতনার নিজস্ব বিনাশি,
ফুরায় কামের ক্রিয়া; অথচ সে যাবৎ অক্রিয়,
তাবৎ শপথভ্রষ্ট, মারাত্মক, শোণিতপিপাসী,
বর্বর, অমিত, রূঢ়, অবিশ্বাসী, ক্রূর, দূষণীয়।
সম্ভোগের চূড়ান্তে সে বিতৃষ্ণার বিষে পরাহত;
অন্যায় মৃগয়া তার, কিন্তু যেই করে লক্ষ্যভেদ,
অমনই ধিক্কার জাগে; গলগ্রহ বড়িশের মতো,
অপ্রকাশ আয়োজনে ঘটায় সে ক্ষিপ্তের নির্বেদ।
মত্ত তার অভিসার, মত্ত অধিকরণও তেমনই;
চাওয়া, পাওয়া অপর্যাপ্ত; ধাওয়াতেও মাত্রা মানে না সে;
আপ্রমাণ সুখাবহ, সপ্রমাণ মূর্তিমান শনি;
বরাভয়ে অভ্যুদয়, শূন্যগর্ভ স্বপ্ন অস্তাকাশে।
এ-সবই সকলে জানে; হেন জ্ঞানী নেই তবু ভবে,
স্বর্গানুসন্ধিৎসু পথে নামে না যে বিখ্যাত রৌরবে॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

মৃন্ময়ী

কে বলে সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় প্রিয়ার নয়ন?
প্রবাল রক্তিম হলে, নাতিরক্ত তার ওষ্ঠাধর;
তুষার ধবল বটে, পাংশুবর্ণ কিন্তু তার স্তন;
কেশের বদলে ধরে মস্তকে সে তন্তুর কেশর।
স্ফূর্ত যে-কৌশেয় কান্তি শাদা, লাল, বিস্তর গোলাপে,
কান্তার কপোলতলে দুর্নিরীক্ষ্য তার প্রতিভাস;
আমোদের আতিশয্য উদ্‌বায়ী যে-সুরভিকলাপে,
তার অন্যতম নয় প্রেয়সীর নিবিড় নিঃশ্বাস।
অবশ্য আমার কানে তার বাক্য নিত্য রমণীয়,
তৎসত্ত্বেও বুঝি আমি সমধিক মধুর সংগীত;
দেবীদের গতিবিধি এ-জীবনে দেখিনি যদিও,
সে, মাটি মাড়িয়ে, চলে, জানি তবু এ-কথা নিশ্চিত।
অথচ ঈশ্বর সাক্ষী, যারা তার মিথ্যা উপমান,
সে শ্রেয় তাদের চেয়ে, মাত্রাজ্ঞানে আমার প্রমাণ॥

—উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র

জ্ঞানপাপী

প্রিয়ার শপথকারে শুনি যবে সত্য তার প্রাণ,
তখন সে-অপলাপ মেনে নিই আমি জ্ঞাতসারে,
আমার অপরিণতি পায় যাতে পরোক্ষ প্রমাণ,
সে বোঝে অপটু আমি সংসারের কূট অনাচারে।
গত যে আমার দিন, জানি, তার অবিদিত নয়;
তবু চাই যেহেতু সে যুবা ব'লে ভাবুক আমাকে,
সরল বিশ্বাসে তাই দিই তার মিথ্যার প্রশ্রয়,
এবং সহজ সত্য উভয়ত সংগোপিত থাকে।
কিন্তু কেন প্রিয়তমা অবিচার করে না স্বীকার?
কেন আমি চেপে রাখি অতিক্রান্ত আমার যৌবন?
প্রেম কি প্রকৃতপক্ষে সাধনীয় আস্থার বিকার?
বয়স্থের ভালোবাসা ভালোবাসে না কি বর্ষাপন?
অতএব দুজনেই স্তোকবাক্যে মজি ও মজাই,
লুকাতে নিজের দোষ মুক্ত কণ্ঠে তার গুণ গাই॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

মৃত্যুঞ্জয়

হা, রে অকিঞ্চন আত্মা, পাতকের পার্থিব নির্ভর,
রাজদ্রোহী প্রধানেরা তোরে কেন চক্রান্তে ধাঁধায়?
সর্বস্বান্ত অন্তঃপুরে শীর্ণ তুই, তথা দিগম্বর,
দুর্মূল্য রঙ্গাতিরেক বহিরঙ্গে কেন শোভা পায়?
যে-ভগ্ন প্রাসাদে তোর বসবাস নিতান্ত অস্থায়ী,
এতাদৃশ অপব্যয় কেন তার সংস্কারসাধনে?
বাহুল্যের দায়ভাগে থাকে যদি কিছু অনাদায়ী,
তবে তা বর্তাবে কীটে—দেহান্ত কি এরই সম্পাদনে?
ভৃত্যের সম্বলে তোর প্রাণযাত্রা বরঞ্চ চলুক;
অতঃপর তার হ্রাসে পুষ্ট হোক তোর উপচয়;
মিটুক মর্মের ক্ষুধা; ঘনঘটা অশ্রুতে গলুক;
কালের উদ্বৃত্ত বেচে, কর তুই নিত্যানন্দক্রয়।
মর্ত্যজীবী মৃত্যু তোর উপজীব্য হবে তাহলেই;
এবং মৃত্যুর মৃত্যু যে ঘটাবে, তার মৃত্যু নেই॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

জার্মান

জয়ন্তী

কিশবের শিখরাগ্রে, কণ্টকিত তুষারশয়নে,
জীবনের পরিবর্তে পেল যারা অনন্ত বিশ্রাম,
তাদের সমাধিচৈত্য এসো রচি প্রস্তরচয়নে,
এসো লিখি কীর্তিস্তম্ভে সে-অখ্যাত জনতার নাম।
করেনি আক্ষেপ তারা, তাকায়নি পূর্বে বা পশ্চাতে,
চাহেনি তিলার্ধ ক্ষান্তি, মেনেছিল আজ্ঞা নিরুত্তরে;
অভিষেকি বিদেশের অনুর্বর মাটি রক্তপাতে,
নির্বিশেষ প্রাণ তারা বিসর্জিল লুপ্তির বিবরে॥

দিশাহারা আঁখি আজ : এ-ধ্বংসের শেষ কোথা, কবে?
অন্ধকার ভবিতব্যে থেকো, বন্ধু, সদা সাবধান।
যদি দেখো মুমূর্ষুরে, বোলো তারে কানে কানে তবে
অন্তিম হিংসায় যেন কাড়ে না সে মৃত্যুর সম্মান;
বোলো শ্রদ্ধাসহকারে সে মোদের সবারই অগ্রণী,
বিস্মৃতির নিরুদ্দেশে আমরাও তার অনুচর।
অনন্তর জনুনিপারে বুনে রেখে শবপ্রাবরণী,
তুমিও পদাঙ্কে তার অকাতরে হয়ো অগ্রসর॥

কিন্তু যদি ভাগ্যগুণে নরমেধ দেয় অব্যাহতি,
বাস্তুতে ফিরেও, তবু হারায়ো না আরামে চেতনা;
বিধাতা, তোমারে ডেকে, পান যেন তখনই প্রণতি,
ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতি অনীহা বা হেলা দেখায়ো না।
ভুলো না তোমার পথ দীর্ঘ, সমতলেও বন্ধুর,
অনিশ্চিত পরমায়ু, সিদ্ধি নেই কোনও সাধনায়,
উৎসব অভাবনীয়, অবকাশে উৎকণ্ঠা নিষ্ঠুর,
সতর্ক তোমার নিদ্রা শৈলচারী হরিণের প্রায়॥

সত্যের নিরহংকারে তোমার অন্তর হোক শুচি :
মিথ্যার চক্রান্তে আজ বিশ্বময় মনুষ্য পাগল,
নির্বাণ হিরণ্যগর্ভ, নাস্তির অর্গল গেছে ঘুচি,
রাক্ষসের অত্যাচারে পুনর্বার আর্ত ভূমণ্ডল।
মোদের শ্রান্তিরে ঘিরে, দুর্লক্ষণ চর্মচটী-সম,
চক্রবর্তী নৈরাশ্যের নিরাকৃত, নিত্য প্রদক্ষিণ;
অজ, অনপত্য, অস্থ, দুঃশাসন, দুর্মর, নির্মম,
শ্মশানের অধিষ্ঠাতা, শকুনি-সে পতত্রবিহীন।
তাই কি শিশুর মর্মে আজ আর পারে না পশিতে
পরম্পরাগত শ্রুতি, সার্বভৌম সুভাষিতাবলী;
তীর্থে তীর্থে দ্রোণকাক, ধূর্ত লোভ শাণিত দৃষ্টিতে,
উজাড়ি অনাথ বেদী, লুটে ভোগ, মজায় অঞ্জলি?
গত বুঝি শুভ লগ্ন; অনর্থক ষোড়শোপচার;
জীর্ণ দেউলের চূড়া ভেঙে পড়ে আশ্রিতের পরে;
লঙ্কাকাণ্ডে অবসিত সেতুবন্ধ, উদ্বেল পাথার,
অভেদ্য অলাতচক্র; স্তব-স্তুতি শূন্যে কেঁদে মরে।
নির্বাসিত মানবাত্মা, ত্রিভুবনে নেই তার স্থান;
শৈবালিত গুহাদ্বার, অন্তর্যামী নির্জনে নিহিত;
মানস তুষারাবৃত, জড়ীভূত মৎস্যের সমান
অসাড় উৎকাঙ্ক্ষা, আশা চৈতন্যের তুহিনে পিহিত॥

কিন্তু, বন্ধু, কোনও কালে ফিরে যেতে পেলে নিজ বাসে,
প্রত্যাশারে মুক্ত রেখো হতাশার অবসাদ থেকে:
বিক্ষিপ্ত হয় না চিত্ত যেন স্বার্থস্বপ্নের বিলাসে;
দিও বর্তমান হানি নিষ্কলঙ্ক বিস্মরণে ঢেকে।
সংকল্পিত শৃঙ্খলায় আপনারে ঘিরো অহরহ;
হৃদয়ে হোমের অগ্নি জেবলো বিশ্বদেবের উদ্দেশে;
কোরো তার পরিক্রমা তিন বার অন্তত প্রত্যহ;
তার পরে, ইচ্ছা হলে, প্রেয়সীরে বেঁধো কণ্ঠাশ্লেষে॥

ধন্য সে, কালের ব্যাপ্তি তপোবলে লঙ্ঘিতে যে পারে;
অনিষ্টের প্রমুখাৎ নিয়ত সে ইষ্টমন্ত্র শোনে;
পারায় সে মন্বন্তর অজানার রুদ্র অভিসারে;
বিতরে সে আপ্ত সুধা সংসারের দুঃস্থ কোণে কোণে।
পৃথিবীর পিতা ওই জন্মমৃত্যুব্যতিক্রান্ত রবি,
ওর জ্যোতি, ওর তেজ আমাদের গভীরে বিরাজে;
বিগত স্নেহের স্মৃতি, উপস্থিত করুণার ছবি
ফুটে ওঠে নিরন্তর অনুপূর্ব মুহূর্তের মাঝে।
তারায় তারায় কাঁপে আমাদের চিরন্তন প্রাণ,
সপ্ত সিন্ধু বিচঞ্চল সে-প্রাণের প্রচ্ছন্ন পরশে,
সে-প্রাণের উপাদানে নির্মিত স্বয়ং ভগবান,
তারই গূঢ় অভিপ্রায় পরিণামী সৃষ্টির হরষে॥

চিরসুন্দরের দূত, নামো তবে গিরিশৃঙ্গ হতে,
প্রবক্তার প্রেতাত্মা ও মেঘমুগ্ধ শ্যেন পরিহরি;
প্রকাশো প্রেমের দীপ্তি অন্ধতমঃপ্রবিষ্ট জগতে;
আত্মীয়ের প্রতীক্ষায় বরাভয় উঠুক গুঞ্জরি।
স্থগিত সৎকার যার, অসম্ভব তার উজ্জীবন;
ফিরে চাও, ক্ষেমঙ্কর, লগ্ন ভ্রষ্ট নয় একেবারে :
বিশ্বমানবের মূর্তি সহস্রধা, ধূলায় শয়ন;
নূতন বেদীর মূলে সযতনে উপ্ত করো তারে।
নহে সে অপরিচিত, যে-সত্যের প্রচারক তুমি;
ইতিপূর্বে বারংবার অগ্নিদীক্ষা পেয়েছে মানুষ :
আলো ও ছায়ার দ্বন্দ্বে সমাচ্ছন্ন যে-সীমান্তভূমি,
উভয়সঙ্কটে সেথা দাও, দেখা দাও, নিরঙ্কুশ।
তোমার উদাত্ত মন্ত্র জড়ে শুদ্ধ চৈতন্য জাগায়;
তোমার দক্ষিণ মুখে স্ফূর্ত হয় অভিব্যক্তিবাদ;
তোমার আদেশে কারা অকস্মাৎ মোক্ষে মিশে যায়;
তোমার আশিস্ আনে পরাভবে জয়ের প্রসাদ॥

বেষ্টিত যে চিরাচারে, নিমজ্জিত নিশ্চেষ্ট পাতালে,
কুড়ায়ে উচ্ছিষ্ট কণা, কাটে যার অনুবৃত্ত দিন,
করো তারে আবিষ্কার আশুতোষ তন্দ্রার আড়ালে,
ধরো ওষ্ঠে সুধা-বিষ, হরো ভয়, হোক সে স্বাধীন।
দাও, তারে শক্তি দাও : বসুধার বন্ধ মুষ্টি খুলে,
সে যেন কাড়িতে পারে জীবনের পরম বৈভব;
আপন দক্ষিণা নিতে কভু যেন যায় না সে ভুলে;
রহে না গ্রহণে তার যেন কোনও লোভের সংস্রব।
পাশরি ভাবনা, যেন মুক্ত হস্তে ঢালে সে আহুতি
প্রাথমিক উপচয় সনাতন যজ্ঞাগ্নির পুটে;
থাকে না অব্যক্ত যেন অতিমর্ত্য আত্মার আকৃতি;
অমৃতের দানসত্রে নিত্য যেন বিত্ত ভ'রে উঠে॥

প্রত্ন পথিকৃৎ-সম, রেখে যেও উৎকীর্ণ নির্দেশ
অনুগের তরে, বন্ধু, বৃক্ষে, শৈলে, হিমে, বালুকায়;
ঘটে যদি অপঘাত, অন্তঃকালে মৈত্রীর সন্দেশ
লিখো তবে সহচর বিহঙ্গের ধবল পাখায়।
কিশবের শিখরাগ্রে কণ্টকিত তুষারশয়ন,
হত বীরেদের লাগি এসো সেথা কীর্তিস্তম্ভ রোপি;
মাগেনি বিরতি যারা, বিনাবাক্যে বরেছে মরণ,
তাদের মহার্ঘ্য নাম এসো আজ শুচি মনে জপি॥

এখনও শীতের ব্যাপ্তি রুমানির পর্বতে পর্বতে,
অথচ উন্মুক্ত নভে বসন্তের বিচিত্র আশ্বাস;
জরাজর্জরিত ভূর্জ, কিন্তু চীর্ণ পরতে পরতে
প্রত্যাগত নবীনের রজতাভ দামিনীবিলাস।
উধাও ঝঞ্ঝার মুখে বৃন্তচ্যুত পল্লবের মতো,
আমরা তাড়িত আজ বার্তাহীন প্রান্তরে প্রান্তরে;
জানি না ললাটলিপি, আছে কিনা কোথাও স্বাগত,
বর্তমান সর্বনাশে কিসের অঙ্কুর ধৈর্য ধরে॥

শ্রদ্ধার নক্ষত্রপুঞ্জ জেবলে যেও তবু অন্ধকারে,
অনাগত উন্মার্গেরা যার পানে চাবে অপলকে,
যার রশ্মি এক দিন, প্রলয়সিন্ধুর পরপারে,
প্রবেশিবে মানুষের ঘনীভূত হৃদয়গোলকে।
সে-দূরান্ত স্পর্শে যদি নাও গলে আত্মার কৈলাস,
উত্তল দর্পণ থেকে বিচ্ছুরিবে বর্ণালী তথাপি;
হয়তো মিলিবে তাতে নব আদিভূতের আভাস,
লক্ষ্য খুঁজে পাবে ধরা, বহু যুগ নিরুদ্দেশে যাপি॥

গলিত শবের স্তূপে ভারাক্রান্ত কিশবের চূড়া,
দলিত বিজয়মাল্য, লৌহমল ভগ্ন তরবারে;
পুনরায় মিষ্ট লাগে তাহলেও বিষতিক্ত সুরা,
রাখীবন্ধনের তিথি উপনীত বিশ্লিষ্ট সংসারে।
নিত্য বিশ্ববাসনার অব্যাহত অনুপ্রাণনায়
আবার উর্বর বুঝি ধরিত্রীর অনন্ত যৌবন;
নূপুরনিক্বণ জাগে শৃঙ্খলের ক্লিষ্ট ঝঞ্ঝনায়;
অমৃতসন্ধানী আত্মা; আর বার অবার গগন।
স্বসমুখ কুরুক্ষেত্রে, রক্তবীজসম, আচম্বিতে
তরুণের মুক্তিসেনা; বরাভয় মুদ্রাঙ্কিত ধ্বজে;
পুরাতন প্রত্যাদেশ পরিণত অপূর্ব সংগীতে;
অভেদ সাধ্যে ও সাধে; আর্যসত্য অবতীর্ণ রজে॥

—হান্‌স্‌ কারোসা

গোধূলি

মাঝি-মাল্লার বৈকালী সভা :
আকাশ, বাতাস গোধূলি মাখে :
তার পাশে ব'সে, বাহিরে তাকাই,
যেখানে সিন্ধু অসীমে ডাকে॥

জ্বলে একে একে দিশারী প্রদীপ,
আলোকমঞ্চ অভয়ে ভাসে;
দূর দিগন্তে বিবাগী জাহাজ
এখনও দৃষ্টিগোচরে আসে॥

আলোচনা হয় নাবিকজীবন :
তুফানে কী ক'রে নৌকা ডোবে;
শূন্যে ও জলে ঘেরা কাণ্ডারী,
দ্বিধাটলমল খুশিতে, ক্ষোভে॥

অভাবনীয়ের লীলানিকেতন
অবাচী, উদীচী, প্রতীচী, প্রাচী :
আচারে, বিচারে বিপরীত মতি,
মানবসমাজ সব্যসাচী॥

স্রোতে প্রতিভাত লক্ষ মাণিক,
মত্ত মলয় বকুলবনে,
গঙ্গার তীরে সৌম্য পুরুষ
সমাধিমগ্ন পদ্মাসনে॥

ল্যাপ্‌দেশীয়েরা বামনের জাতি,
নোংরা, হাঁ বড়, চ্যাপ্টা মাথা,
আগুন পোহায়, মাছ সেঁকে খায়,
কথা কয় না তো, ঘোরায় যাঁতা॥

যে যা বলে, সে তা কান পেতে শোনে,
তার পরে মুখ খোলে না আর;
দেখা যায় না সে-বিবাগী জাহাজ,
বাহিরে গভীর অন্ধকার॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

তত্ত্বকথা

ডঙ্কা পিটে শঙ্কাবিসর্জন,
পসারিণীর সুলভ সোহাগ কাড়া,
সেই তো সকল উপদেশের সার,
বেদ-বেদান্তে নেই কিছু তার বাড়া॥

হাতের সুখে ঢাকের কাঠি নেড়ে,
পাড়ায় পাড়ায় ঘুম ভাঙিয়ে যাওয়া—
গুণী-জ্ঞানী তার বেশী কী করে,
যথেষ্ট নয় ঢাকের পিছু ধাওয়া?

যা বলেছেন শঙ্করাচার্য, তা
বরঞ্চ কম সার্থকতায়, দামে,
জন্মাবধি ঢাকের মতো বেজে,
শিখেছি এই সত্য পরিণামে॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

মন্ত্রগুপ্তি

দীর্ঘশ্বাসে আমরা অনভ্যস্ত,
চক্ষে সাহারা, প্রচুর হাস্য ওষ্ঠে,
ভুলেও কখনও হই না শশব্যস্ত,
বাস্তু যদিও কালফণী মণিকোষ্ঠে॥

হৃদয়শোণিতে স্নাত সে-মন্ত্রগুপ্তি,
মূক যাতনার অলাতচক্রে রুদ্ধ;
প্রহত বুকের মুখরিত নিঃসুপ্তি
করে না কিন্তু রসনাকে উদ্বুদ্ধ॥

সেই রহস্যে পিহিত জাতক, শ্রাদ্ধ;
শিশু আর শব জানে তার সারমর্ম;
তাদের শুধাও, আমি যা লুকাতে বাধ্য,
তার দ্বিরুক্তি বুঝি বা তাদেরই ধর্ম॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

অধঃপাত

অনাচারে ডোবে নিসর্গসুন্দরী—
মানবধর্মে নিয়েছে কি সেও দীক্ষা?
পশু, পাখী, কীট, ফল, ফুল, মঞ্জরী,
প্রাপ্ত সকলে অপলাপে লোকশিক্ষা॥

বিশ্বাস করি কী ক'রে কুমুদী সতী?
হাটে হাঁড়ি ভেঙে, রসরঙ্গে সে লিপ্ত;
নটবর নবকার্তিক প্রজাপতি,
অবাক সাধ্বী চাটু চুম্বনে দীপ্ত॥

ভীরু মাধবীও মনে মনে রঙ্গিলা;
রতিপরিমলে নেই তার অনায়ত্তি;
আপাতত যেন কুমারী লজ্জাশীলা,
আসলে সে সাধে মোহিনীর প্রতিপত্তি॥

বুল্‌বুল গলা কাঁপায় যে-পালাগানে,
নেই তাতে উপলব্ধির নাম-গন্ধ;
সন্দেহ হয় বাঁধা গতে মীড় টানে
অতিরঞ্জিত কাকুতির নির্বন্ধ॥

ক্রমে ম'রে আসে সত্য সর্ব ঘটে,
নিষ্ঠা বা তার দেখা পাওয়া আজ শক্ত।
কুকুরের ল্যাজ যথারীতি নড়ে বটে,
কিন্তু জগতে নেই আর প্রভুভক্ত॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

মায়ার খেলা

বিদ্যুতের পক্ষপাতী যেহেতু আমি, তাই
ভাবো কি নই কুলিশে কৃতবিদ্য?
ভ্রান্ত ব'লে, বোঝো না লীলা দেখাই, না দেখাই,
স্বভাবতই আমি অশনিসিদ্ধ॥

শুনতে পাবে পরীক্ষার ভয়ংকর দিনে
আমার রূঢ় কণ্ঠ মেঘমন্দ্রে,
ত্রাহিস্বর বাত্যাহত বৃক্ষে তথা তৃণে,
প্রতিধ্বনি রন্ধ্র থেকে রন্ধ্রে॥

সে-দুর্যোগে বজ্র মেতে উঠবে তাণ্ডবে,
লাগবে যত প্রাসাদে ভূমিকম্প,
দৈবতের গর্ব হবে খর্ব খাণ্ডবে,
অবাধ শত শিখার উল্লম্ফ॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

অবিশ্বাসী

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে!
সুখের উৎস, অবরোধ টুটে,
বারে বারে তাই বুকে নেচে উঠে;
তাই বিমোহন স্বপনের রং ধরেছে মনে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে?

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে!
শিথিল কবরী সহসা বিরলে
ভ'রে দিবে মুঠি সোনার ফসলে;
কাঁধে মাথা তুমি রাখিবে অবাধ সমর্পণে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে?

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে!
বাস্তবে মিশে যাবে কল্পনা;
পূরিবে অমিত মনস্কামনা;
অমরা আসিবে নেমে মর্ত্যের আকর্ষণে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে?

বলো বিধি তাকে পাব কি আলিঙ্গনে!
ভাগ্যে তখনই বিশ্বাস হবে,
টমাসের মতো, অঙ্গুলি যবে
ইষ্ট ক্ষতের রহসে পশিবে পরম ক্ষণে।
মানিব তখন বাঁধা সে আলিঙ্গনে॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

পরিবাদ

সাঁচ্চা কিছুই নেই জগতে; দুষ্ট সবাই দোষে।
গোলাপ আপন বোঁটায় বোঁটায় তীক্ষ্ণ কাঁটা পোষে।
সন্দেহ হয় ঊর্ধ্বলোকে দেবতা থাকেন যত,
হয়তো তাঁরাও খাদে ভরা মর্ত্যবাসীর মতো।
কিংশুকে, কই, সৌরভি নেই। বৃন্দাবনে তাপ।
গেরুয়া দিয়ে ঢাকেন সাধু মহাবিদ্যার ছাপ।
সীতা যদি গোসা ক'রে মার কাছে না যেত,
পঞ্চ সতীর পুণ্য শ্লোকে তবেই সে ঠাঁই পেত।
শিখীর পেখম জবর হলেও, বীভৎস পা তার।
শকুন্তলা, কালিদাসের কাব্যকলার সার,
তার ভণিতাও সকল সময় সহ্য হবার নয়।
কাদম্বরীর বিপুল বহর স্বতই জাগায় ভয়।
ষণ্ড, স্বয়ং শিবের বাহন, জানে না দেবভাষা।
বাচস্পতি শেখেননি তো বয়েৎ খাসা খাসা।
কোণারকের সুন্দরীদের পাছা বেজায় ভারী।
বাঙালীদের নাকের আবার নেই কো বাড়াবাড়ি।
ছন্দ যতই হোক না মধুর, খুঁত থেকে যায় মিলে।
মৌচাকে, হায়, বিষাক্ত হুল। গ্রাম্য বধূর পিলে।
ব্যাধের হাতে মারা গেলেন কৃষ্ণ ভগবান।
তানসেনও, সে কলমা প'ড়ে হলো মুসলমান।
স্বর্গচারী, দীপ্ত তারা, সর্দি তাকেও ধরে;
তারও কবর ধূলার ধরায়; ঠাণ্ডাতে সেও মরে।
দুগ্ধে মিলে ঘাসের গন্ধ। সূর্যদেবের গায়
দাগ দেখা যায় শাদা চোখেও, সেই বোঝে, যে চায়।
তোমায়, দেবী, ভক্তি করি; কিন্তু তোমার ত্রুটি
কত যে, তার হিসাব রাখি, কোথায় এমন ছুটি?
ডাগর চোখে, শুধাও কী দোষ? আছে কি তার শেষ?
ওই সমতল বুকের তলায় নেই হৃদয়ের লেশ! —হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

প্রত্যাবর্তন

মধুমালতীর কুঞ্জ—চৈত্রসন্ধ্যা—আমরা দু'জনে
আবার আগের মতো ব'সে আছি খোলা জানালায়—
চাঁদ ওঠে ধীরে ধীরে, স্নাত মর্ত্য স্নিগ্ধ সঞ্জীবনে—
কেবল আমরা যেন প্রেতচ্ছায়া, গলগ্রহ দায়॥

দ্বাদশ বৎসর পূর্বে শেষ বসেছিলুম উভয়ে
এখানে যুগলাসনে, এ-রকম কবোষ্ণ প্রদোষে;
নবানুরাগের জ্বালা ইতিমধ্যে নিবেছে হৃদয়ে,
সম্প্রতি মন্দাগ্নি কাম অনুচিত পারণে, উপোসে॥

নিতান্ত নিঃসাড় আমি, তথাচ সে কথার জাহাজ;
মুখের বিরাম নেই, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ে নিরন্তর
প্রণয়ের চিতাভস্ম; বোঝে না সে কোনও মতে আজ
নির্বাপিত বিস্ফুলিঙ্গ পুনরায় হবে না ভাস্বর॥

অফুরন্ত ইতিহাস : কুচিন্তার বিরুদ্ধে সে নাকি
এত দিন যুদ্ধ ক'রে উপনীত আর্তির চরমে;
অপ্রতিষ্ঠ একনিষ্ঠা, পাপস্পর্শে নষ্ট তার রাখী।
তাকাই বোবার মতো সে যখন সায় চায় সমে॥

অগত্যা পালিয়ে বাঁচি; কিন্তু মৃত লাগে চন্দ্রালোক;
ভূতের কাতার দেখি দু পাশের অতিক্রান্ত গাছে;
নিরালায় কথা কয় পৃথিবীর পুঞ্জীভূত শোক;
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলি, তবু সঙ্গ ছাড়ে না পিশাচে॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

আত্মপরিচয়

মুক্তির সংগ্রামে আমি কাটিয়েছি তিরিশ বৎসর;
করিনি চেষ্টার ত্রুটি দূরবর্তী দুর্গের রক্ষায়;
ছিল না জয়ের আশা, তবু যুদ্ধে থেকেছি তৎপর;
ভাবিনি অক্ষত দেহে ঘরে ফিরে যাব পুনরায়॥

অহোরাত্র পাহারায় এক বারও ফেলিনি পলক;
অসাধ্য লেগেছে নিদ্রা শিবিরের সামান্য শয়নে;
অনিচ্ছায় ঢুল এলে, তৎক্ষণাৎ ভেঙেছে চমক
সৎসাহসী সঙ্গীদের সমস্বর নাসিকাগর্জনে॥

মাঝে মাঝে মহানিশা ভ'রে গেছে সান্দ্র অবসাদে,
হৃদয়ে জেগেছে আর্তি—নির্বোধেরই ভয়-ডর নেই-
অশ্লীল গানের কলি সে-সময়ে ভেঁজেছি অবাধে;
পুরেছে বিবিক্ত মৌন কখনও বা উদ্ধত শিসেই॥

উন্নিদ্র সন্দেহ চোখে, শব্দভেদী অবধান কানে,
সজাগ বন্দুকে উষ্মা, কৌতূহলী অস্ত্রের প্রগতি
থামিয়েছি অর্ধপথে; দেখিয়েছি অব্যর্থ সন্ধানে
সূচ্যগ্রপ্রমাণ যত লম্বোদর দাম্ভিকের মতি॥

কিন্তু সে-ক্লীবের দলে হেন শত্রু মিলেছে দৈবাৎ
সাংঘাতিক লক্ষ্যবেদে যে সব্যসাচীর প্রতিযোগী;
না মেনে উপায় নেই—সাক্ষী আছে বহু রক্তপাত,
অসংখ্য উন্মুদ্র ক্ষতে প্রতিপন্ন আমি ভুক্তভোগী॥

অনাথ দুরান্ত দুর্গ; রক্তগঙ্গা আহত প্রহরী;
বন্ধুরা নিহত, কিংবা অগ্রগামী, নচেৎ বিমুখ;
মরণেও অপরাস্ত, অবশেষে খাতে ট'লে পড়ি;
ভাঙেনি আমার অস্ত্র, শুধু জানি ফেটে গেছে বুক॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

রোমন্থ

গোলাপচারায় ফুল ফুটেছিল সে-দিন সবে,
নিশীথে কোকিল ডেকেছিল বার বার,
চুম্বনঘন প্রথম সোহাগে সহসা যবে
করেছিলে তুমি আমাকে অঙ্গীকার॥

আজ হেমন্ত পাপ্‌ড়ি খসায় গোলাপ থেকে;
নীরব বেহাগ, কোকিল নিরুদ্দেশ;
সঙ্গতিহীন শূন্যে আমাকে একাকী রেখে,
তুমিও ছেড়েছ ম্রিয়মাণ প্রতিবেশ॥

হাড়হিম রাত ফুরাতে চায় না, কেবলই বাড়ে;
পায় না তোমার সাড়া অন্তর্যামী।
ভূতের বেগার খাটাতেই স্মৃতি চেপেছে ঘাড়ে:
সত্যের ফাঁক স্বপ্নে ভরাই আমি॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

বর্ষশেষ

পীত শাখে ওই ধরেছে কাঁপন,
ঝরকে ঝরকে পাতা ঝরে;
শুকায় যা কিছু ললিত, মোহন,
ধূলার কবরে লুটে পড়ে॥

অটবিশিখরে জ্বলে থেকে থেকে
সবিতার শোকাবহ জ্যোতি;
মনে হয় শেষ চুম্বন রেখে,
দ্রুত চ'লে যায় ঋতুপতি॥

অশ্রুফল্গু সহসা আবার
ভাসে পুরাতন উচ্ছ্বাসে;
এ-ছবি নেহারি, সেই দিনকার
বিদায়ের বেলা মনে আসে॥

জানিতাম আশু তোমার মরণ,
যেতে হলো তবু ডাক শুনি;
তোমার উপমা মুমূর্ষু বন,
আমি পলাতক ফাল্গুনী॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

সূর্যাস্ত

নির্বাণমুখ রবিরে রম্য লাগে;
তোমার চোখের রুচি ততোধিক ধন্য॥
রাজীব আঁখির দীপকে, অস্তরাগে,
আমার হৃদয় শোকে আজ অবসন্ন॥

সন্ধ্যাশোণিমা ঘোষে বিচ্ছেদ নভে,—
পৃথগাত্মার যাতনাজাগর রাত্রি :
অশ্রুসাগরে অচিরাৎ দ্বিধা হবে
অন্ধ ভিখারী, সুনয়নী বরদাত্রী॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

স্মৃতিবিষ

বয়স আমার অন্তত পঁয়ত্রিশ,
পনেরো বছরে পা দিয়েছ তুমি সবে;
তবু গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে॥

ভালো লেগেছিল আঠারো শ সতেরোতে
যে-কিশোরীকে, সে হুবহু তোমার জোড়া;
আকারে-প্রকারে, এলানো খোঁপার স্রোতে,
তোমার মতোই অপরূপ আগা-গোড়া॥

গেলুম শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে,
বললুম, "দেরী হবে না, স্মরণে রেখো।"
জবাব দিল সে, "তুমি ছাড়া এ-হৃদয়ে
আর কেউ নেই, কেবল তুমিই থেকো॥"

বছর-তিনেকে টীকাটিপ্পনীসহ
ধর্মশাস্ত্র কিছু সড়গড় হলে,
নব ফাল্গুনে কে এক বার্তাবহ
দরদ জানাল, সে পরঘরণী ব'লে॥

সে-দিন পহেলা ফাল্গুন : ঘাটে, মাঠে
মদনসখার বিস্মিত অভিযান;
বালারুণপ্রতিবিম্বিত পাখসাটে
নাচে পতঙ্গ, গায় বিহঙ্গ গান॥

শুধু পেয়েছিল আমাকে মুমূর্ষাতে;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে, মিশেছিলুম শয়নে আমি।
সয়েছি তখন যে-যাতনা প্রতি রাতে,
তা আমি জানি ও জানে অন্তর্যামী॥

কিন্তু ধরল মরা ডালে ফের শীষ।
স্বাস্থ্যে কি আমি অক্ষয়বট তবে?
তবু গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

মহাকাব্য

রমণীর বরদেহ, সে যেন কবিতা ;
রচয়িতা নিজে ভগবান ;
বিশ্বমহাভারতের অন্তর্গত গীতা,
ঐশী অভিব্যক্তির প্রমাণ ॥

যেমনই প্রশস্ত লগ্ন, তেমনই প্রখর
প্রতিভার দিব্য হুতাশন ;
তাই মেনেছিল স্বৈর, অনেকান্ত জড়
ঐকান্তিক শিল্পের শাসন ॥

সত্যই বিস্ময়কর রমণীর দেহ,
মহাকাব্য সরস, সার্থক ;
গৌর, তনু অবয়বে বিজড়িত স্নেহ,
একএকটি স্বর্গ বা স্তবক ॥

অনাবৃত গ্রীবাভঙ্গে দৈবী ভাবচ্ছবি
চিত্রার্পিত নিপুণ আঁচড়ে ;
কেশমুকুটিত শিরে ত্রৈলোক্যপ্রসবী
পরিকল্পনাই ধরা পড়ে ॥

উদ্ভট শ্লোকের মতো শ্লেষে ও সংক্ষেপে
সূচীমুখ উরোজের কলি :
সুপ্রকট যতিপাত সমবৃত্তে মেপে,
যমকের সাক্ষ্য গীতাঞ্জলি ॥

সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করের চূড়ান্ত গৌরব
সুখনম্য, সমান্তর শ্রোণী ;

নিহিত নিক্ষেপবন্ধ প্রত্যক্ষ প্রণব,
অধিগম্য রহস্যের খনি॥

তাতে নেই অচিন্ত্যের অমূর্ত আকৃতি;
অস্থি-মাংসে সে-গাথা সাকার :
সহাস, চুম্বনসহ অধরে আহূতি,
হাতে বর, পায়ে অভিসার॥

ভারতী যোগায় নিত্য প্রাণবায়ু তাকে;
মন্ত্রমুগ্ধ তার অঙ্গরাগ;
অন্নপূর্ণা তার ভালে আশীর্বাদ আঁকে :
কোষে কোষে প্রচুর পরাগ॥

অগত্যা তোমাকে, প্রভু, জানাই প্রণাম,
অদ্বিতীয় আদিকবি তুমি।
আমরা শিক্ষার্থীমাত্র, সাধি স্বরগ্রাম,
কিংবা আজও বাজাই ঝুম্‌ঝুমি॥

আমি হব সে-সঙ্গীতসিন্ধুর ডুবুরি;
উদয়াস্ত প্রাণান্ত প্রয়াসে
ক'রে যাব বিদ্যাভ্যাস, মথিত মাধুরী
যত দিন আয়ত্তে না আসে॥

উদয়াস্ত অধ্যয়ন নিজেকে সওয়াব;
শ্রান্তি চোখে দেবে না নিদুটি;
প'ড়ে প'ড়ে, অবশেষে পা-জোড়া ক্ষওয়াব;
তার পরে একেবারে ছুটি॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

প্রমারা

অসমসাহসে আমি বাজি রেখেছিলুম একদা
খেয়ালের প্রমারায় জীবনের দৈনিক সংগতি।
যদিও মরীয়া খেলা সর্বনাশে সমাপ্ত সম্প্রতি,
তবু অশোভন শোক, আজ নয়, সর্বথা, সর্বদা॥

প্রবচনে প্রোক্ত আছে : ইচ্ছার অসাধ্য কিছু নেই;
ইচ্ছাময় ভগবান; স্বর্গসুখ পূর্ণ মনোরথে।
মিটাতে পেরেছি সাধ বাধ-সাধা বিধির জগতে,
জীবনের নিরাপত্তা দৃক্‌পাতেও আনিনি ব'লেই॥

যে-তুরীয় অভিজ্ঞতা পরিবর্তে করেছি সম্ভোগ,
তা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু অবচ্ছেদেও অগাধ।
সুতরাং নিমেষেও নির্বিকল্প সমাধির স্বাদ
পেয়েছে যে এক বার, সে হিসাব করে না বিয়োগ॥

নিত্যবর্তমান শুধু অদ্বিতীয় আত্মসমাহিতি।
নিরঞ্জন, বিরঞ্জন সে-আলোর উৎসে বা প্রপাতে
প্রেমের সমস্ত জ্বালা না জুড়াক, বয় এক খাতে;
তবু তা নির্বাণ নয়, দেশকাললঙ্ঘনেরই রীতি॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

প্রায়শ্চিত্ত

ভাবিসনে তোর সয়তানি সই আমি,
আকাট বোকা ব'লে;
ভাবিসনে দেবদূত ভূভারে নামি,
ক্ষমায় গ'লে গ'লে॥

নষ্টামি তোর স্পষ্ট বুঝেও, তোকে
দেখাই বদান্যতা;
অন্যে হলে, হঠাৎ খুনের ঝোঁকে
ফুরাত তোর কথা॥

কিন্তু আমার পাতকও নয় সোজা,
শক্ত সাজা তাই;
অগত্যা তোর ভালোবাসার বোঝা
বইছি, বিরাম নাই॥

একত্রে তুই নরক ও কৈবল্য :
তোর অশুচি হাতে
দৈব দয়ার অচিন্ত্য সাফল্য
মিলবে কি শেষ রাতে?

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

বিদায়

বাগ্মী চোখে বিদায় নিতে দাও,
সাধ্য নেই মুখে সে-কথা আনি;
দুঃসহ এ-বিরহবেদনাও,
পুরুষ ব'লে, তা মানি বা না মানি॥

সকাল নয়, অকাল উপনীত :
বর্তমানে শপথও শোচনীয়,
অধরসুধা নীহারে অবসিত,
অকিঞ্চন মুষ্টি মোচনীয়॥

অথচ ছিল একদা বিস্ময়
তোমার লঘু, চকিত চুম্বনে,
মাঘের শেষে প্রথম কিশলয়
লাগায় যেন পুলক পাতী বনে।

হবে না আর বদল বরমালা,
মধুপ লীলাকমল জাগাবে না।
বাহিরে শুরু বসন্তের পালা,
হৃদয়ে জমে হেমন্তের হেনা॥

—য়োহান্ ভোল্‌ফ্‌গাংগ্ ফন্ গ্যোটে

সুরাত্রি

প্রাণপ্রতিমার কুঞ্জকুটীর ছেড়ে,
নৈশ, নিরালা কান্তারে দিই পাড়ি;
অপার ব্যবধি পায়ে পায়ে যায় বেড়ে,
কিন্তু এখনও রভসে বিবশ নাড়ী॥

বনস্পতির জটায় বন্দী বিধু:
দিশারী মলয় আত্মঘোষণা করে;
বকুলবনের সুরভি এবং সীধু,
লাস্যলীলায়, ছড়ায় বনান্তরে॥

মধুমাধবের সুন্দর শর্বরী
স্নিগ্ধ প্রসাদে কী অনির্বচনীয়!
এ-মহামৌনে অশোভন মাধুকরী,
ভূমা সমাহিত চেতনারই রচনীয়॥

শত সহস্র এমন রজনী তবু
মূল্যহিসাবে কেড়ে নিও যথাকালে;
আমি চাই পরিবর্তে আবার, প্রভু,
মতিচ্ছন্ন ক্ষণিকার মায়াজালে॥
—য়োহান্ ভোল্ফ্গাংগ্ ফন্ গ্যেটে

ফরাসী

আদিনাগ

মহীরুহ দোদুল মারুতে,
সর্পবেশী আমি শাখাচর;
দন্তরুচি ক্ষুধার বিদ্যুতে
প্রভাস্বর আমার অন্তর।
সঞ্চারী সে-মরীয়া ক্ষুধায়
বীতস্বত্ব নন্দন সুধায়,
লেলিহান দ্বিরুক্ত রসনা।...
জন্তু আমি, তীক্ষ্ণধীও বটে;
কিন্তু নেই হেন বিষ ঘটে
যাতে ডোবে ঋষির চেতনা॥

রম্য এই প্রমোদের কাল!
মর্ত্যবাসী, সাবধান : আমি
জৃম্ভণেও প্রবল, ভয়াল;
আশুতোষ নই, অন্তর্যামী।
নীলিমার ক্ষুরধার স্নেহে
অসংবৃত, ছদ্ম নাগদেহে,
জীবনের পাশব প্রসাদ।
আয়, জড়ভরতের জাতি,
আয়, হেথা আমি ওত পাতি,
নিয়তির মতো অপ্রমাদ॥

সূর্য, সূর্য, হিরণ্ময় হানি,
মৃত্যু ঢাকা যার চন্দ্রাতপে,
যার মন্ত্রে স্ফূর্ত কানাকানি
ফুলে ফুলে, পাদপে পাদপে,
দৃপ্ত তুমি, হে সূর্য, আমার
সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক, আর

চক্রান্তের আলম্ব; কারণ
জগৎ যে বিশুদ্ধ অভাবে
কলঙ্ক, তা তোমারই প্রভাবে
অস্বীকার করে মুগ্ধ মন॥

মহাদ্যুতি, তুমিই জাগাও
প্রাণবহ্নি সত্তার বিগ্রহে,
তথা তার ক্ষেত্র মেপে দাও
প্রত্যক্ষের স্বপ্নাদ্য আবহে।
হৃষ্ট মরীচিকার প্রণেতা,
কী সংকল্পে নিমগ্ন প্রচেতা,
চাক্ষুষ তা তোমার রূপকে।
হে স্বরাট্ ছায়ার সম্রাট্,
ভালোবাসি ভরো যে-বিরাট্
মিথ্যা তুমি শূন্যের কূপকে॥

যথাজাত তোমার উত্তাপে
আলস্যের তুষার শিথিল,
স্মৃতি প্রতিধ্বনিত বিলাপে,
আমি প্রত্ন বিপাকে জটিল।
একাকার কায়ার পতন
দেখেছিল এ-দিব্য কানন;
এ-আরাম সে-জন্যেই প্রিয় :
ক্রোধ পায় ইন্ধন এখানে,
কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ পুরাণে,
উন্মুখর অনির্বচনীয়॥

অহংকার, তুমি মূলাধার,
চক্রবর্তী আকাশে আকাশে,

দেশগত জগৎ-সংসার
খুলেছিলে বাণীর বিভাসে।
নিত্য আত্মদর্শনে বুঝি বা
অপ্রচার্য স্রষ্টার প্রতিভা;
মুক্ত তাই পূর্ণের অর্গল,
উপজাত বিধির ব্যত্যয়,
ছত্রভঙ্গ সিদ্ধান্তে নিশ্চয়,
তারাপুঞ্জে কৈবল্য বিকল॥

ব্যোম তার ভ্রান্তির প্রমাণ,
সর্বনাশ স্বাক্ষরিত কালে,
আরম্ভেই উল্কাপাত—প্রাণ
ধাবমান ব্যাদত্ত পাতালে।
কিন্তু আমি প্রথম প্রণবে,
অদ্বিতীয় স্ফূর্তবাক্ নভে,
উপস্থিত, অতীত, আগামী;
আত্মহারা ঐশ্বর্যের হ্রাস
করি লুব্ধ আলোকে প্রকাশ;
নিরাকার মোহিনীর স্বামী॥

বর্তমান ঘৃণার আধার,
ভূতপূর্ব নয়নের মণি,
প্রেমিকের যোগ্য পুরস্কার
নরকের অক্ষয় পত্তনি?
দেখো মুখ আমার তিমিরে!
যে-ছবি সে-গরিষ্ঠ গভীরে
মুকুরিত, একদা তা দেখে,
নৈরাশ্যে ও ধিক্কারে ব্যাকুল,
অনুরূপ মাটির পুতুল
গড়েছিলে শ্রদ্ধাব্যতিরেকে॥

পণ্ডশ্রম : মৃত্তিকাসঞ্জাত,
সাবলীল তোমার সন্তান
করেছিল স্তবে প্রতিভাত
তুমি বটে সর্বশক্তিমান;
কিন্তু সুষ্ঠু ভাস্কর্যের সেরা,
প্রত্যাদিষ্ট নবজাতকেরা
শুনেছিল বিরামে বিরামে
আমি বলি, "ওরে আগন্তুক,
শ্বেতকায়, উলঙ্গ, উন্মুখ,
পশু তোরা, নর শুধু নামে॥"

"তোরা যার সৌসাদৃশ্যদোষে
আশপ্ত ও আমার ঘৃণিত,
অপূর্বের স্রষ্টা যদিও সে,
তবু তার রচনা গর্হিত।
সিদ্ধহস্ত আমি সংশোধনে;
প্রস্তুত যে আত্মসমর্পণে,
আমি তার মরমী সহায়।
শ্লথ যত উরঙ্গশাবক
হয়ে ওঠে উদ্যত তক্ষক
আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়॥"

অপ্রমেয় আমার মনীষা
খুঁজে পায় মানুষের মনে
প্রতিহিংসাপূরণের দিশা
যা সম্ভব তোমারই সৃজনে।
রহস্যের দুস্থ অবরোধে,
নাক্ষত্রিক ধূপের আমোদে,
বিশ্বপিতা যেথা ইচ্ছাময়,
সেখানেও করে অধিরোহ

আত্যন্তিক আমার সম্মোহ,
স্পর্শক্রামী বিদ্রোহের ভয়॥

আসি, যাই সত্বর, মসৃণ;
শুচি চিত্তে হই নিরুদ্দেশ।
কার বক্ষ এমন কঠিন
রুদ্ধ যাতে চিন্তার প্রবেশ?
যেই কেন হোক না সে, তার
মর্মে আত্মরতির সঞ্চার
সংঘটিত আমারই প্রভাবে।
স্বার্থে আমি প্রতিষ্ঠিত ব'লে,
স্বরূপের আবরণ খোলে,
অনুপের বিকাশ স্বভাবে॥

ঈভ্-ও, দেখেছিলুম একদা,
ভাবনার প্রারম্ভে চকিত,
ওষ্ঠাধরে অবাক্ ব্যবধা,
গোলাপের লাস্যে উচ্ছ্বসিত।
সুপ্রশস্ত হৈম কটিতট;
অনবদ্য গৌরবে প্রকট,
নিঃশঙ্ক সে রৌদ্রে ও মানুষে;
অঙ্গীকৃত বায়ুর আশ্লেষ;
দেহদ্বারে আত্মার প্রবেশ
প্রত্যাহত বুদ্ধির প্রত্যুষে॥

আহা, ভূমানন্দের সংহতি,
মরি, মরি, তুই কী সুন্দর!
সুমতির মতো, মহামতি
তাই তোর সেবায় তৎপর।

তারা তোর দীর্ঘশ্বাস শুনে,
ঝাঁপ দেয় প্রেমের আগুনে।
যে নিষ্পাপ, সে আরও তন্ময়,
যে কঠোর, সেই অত্যাহত।...
আমি পালি পিশাচ, প্রমথ,
তবু তুই গলালি হৃদয়॥

সরীসৃপে পক্ষীর উল্লাস :
উহ্য আমি পাতার আড়ালে;
ছলনার সূক্ষ্ম নাগপাশ
বিরচিত হয় বাক্যজালে।
ইতিমধ্যে রূপমুগ্ধ চোখে
পান করি, রে বধিরা, তোকে;
আমি তোর প্রচ্ছন্ন কাণ্ডারী।
ব্যক্ত গতি গ্রীবার বিভ্রমে,
দীপ্র তুই হিরণ্ময় রোমে,
শান্ত, স্বচ্ছ মাধুর্যের ভারী॥

আপাতত অনতিগভীর,
অতীন্দ্রিয় প্রকৃত প্রস্তাবে,
ভাব আমি, সৌগন্ধমদির
তোর মর্ম যার আবির্ভাবে।
নিশ্চয়ের যাতায়াতে তোর
কম্র কায়া কোমল-কঠোর,
ক্ষণে ক্ষণে অধিক উতলা।
ভয় নয়, কম্প্র বিপর্যায়
অভিব্যাপ্ত তোর মহিমায় :
পাব তোকে আয়ত্তে, সরলা॥

(যে-নিপট অকপট, তাকে
প্রযত্নের পরাকাষ্ঠা দেয়;
সে অচ্ছোদ চোখে জেগে থাকে;
রক্ষা পায় সুন্দরের গেহ
তার দম্ভে, মতিভ্রমে, সুখে।
এসো শিখি দুর্দৈবের মুখে
সাধ্বীদের দুঃসাহস দেওয়া।—
পারদর্শী সে-কলাকৌশলে,
পরিচিত আমি প্রতিফলে :
চিত্তজয় সবুরের মেওয়া॥)

অতএব দীপ্ত মুখমদে
বোনা যাক লঘিষ্ঠ শৃঙ্খলা,
জাড্য ভুলে, অস্পষ্ট বিপদে
স্নিগ্ধ ঈভ্ পাতে যেন গলা।
নীলিমায় অভ্যস্ত কেবল,
ঊর্ণাজালে পর্যন্ত বিহ্বল,
কী শিহর শিকারের ত্বকে!
কিন্তু নয় অগোচর কূট,
এবং তা নির্ভার, অটুট,
রচনার রীতিজ কুহকে॥

উপহার দে তাকে, রসনা,
সোনা-মোড়া কথার মাধুরী,
লক্ষ লক্ষ মৌনের তক্ষণা,
কিংবদন্তী, উল্লেখ, চাতুরী।
লাগ তার অপচিকীর্ষায়;
তোষামোদে তাকে নিয়ে আয়
অভিপ্রায়ী আমার কবলে :
স্বর্গচ্যুত নির্ঝরের মতো,

নিজেকে সে করুক দুর্গত
অতটের নীলিম অতলে॥

রোমে, না কি পরাগে, আবৃত,
কম্বুনিভ, সে-আশ্চর্য কানে
নিরুপম কী গদ্যে পিহিত
পরমার্থ ঢেলেছি সমানে!
ভাবিনি সে-চেষ্টা অপচয়;
সর্বগ্রাহী সন্দিগ্ধ হৃদয় :
সিদ্ধি স্থির; শুধু প্রয়োজন,
মর্মান্বেষী মধুপের মতো,
ঘিরে রাখা নির্বন্ধে সতত
কর্ণিকা বা সুবর্ণ শ্রবণ॥

ধীরে বলেছিলুম, "নিশ্চয়ে
দৈববাণী ন্যূনতম, ঈভ্।
ওই পক্ক ফলের আশয়ে
বিস্ফারিত বিজ্ঞান সজীব।
শুনো না সে-প্রাচীনের মানা,
যার শাপে পাপ দন্তহানা।
কিন্তু স্বপ্নে মুগ্ধ ওষ্ঠাধর,
তুমি করো যে-রসের ধ্যান,
আগামীর সেই অভিজ্ঞান
বিগলিত অনন্তে উর্বর॥"

আবেদনে অদ্ভুত আমার
বক্তব্য সে পান করেছিল;
উপেক্ষিত দেবদূত—তার
চক্ষু বৃক্ষে ঘুরে মরেছিল।

অনিষ্টের সঞ্চারে গর্ভিণী,
বোঝেনি সে-বিশ্বাসঘাতিনী
কৌটিল্যে যে জন্তুর প্রধান,
যার শ্লেষে নষ্ট তার ডর,
পর্ণে আমি বিমূর্ত সে-স্বর;
তবু ঈভ্ পেতেছিল কান॥

"আত্মা," তাকে শিখিয়েছিলুম,
"প্রতিষিদ্ধ হর্ষের বসতি;
তোর মনে যে-প্রেমের ধুম,
তা পরম জনিতারই ক্ষতি।
অপহৃত অমৃতে মধুর,
দূরদর্শী, আদিম অসুর,
ব্যবস্থিত ক্লান্তিপাতে মৃদু,
আমি বলি, বাড়িয়ে দে হাত,
পাড় ফল; ঘোচাতে ব্যাঘাত
হাত আছে—চাস তো, নে বিধু॥"

মহামৌন প্রহত পলকে!
অর্ধবক্ষে বিটপীর ছায়া,
অপরার্ধ, রৌদ্রের ঝলকে,
ঊর্ধ্বশ্বাস কেশরের মায়া।
সঙ্গে সঙ্গে আমার উল্লাস
পেয়েছিল শীৎকারে প্রকাশ;
হয়েছিল বিপন্ন পুলকে
শরীরের কুণ্ডলিত কশা,—
শিরোমণি পর্যন্ত সহসা
মগ্ন যেন সমুখ মাদকে॥

দীর্ঘায়িত অধৈর্য—প্রতিভা!
অবশেষে লগ্ন উপনীত :
ব্যক্ত নব বিজ্ঞানের বিভা;
নগ্ন পদে গতি উৎসারিত;
স্বর্ণে নতি; নিঃশ্বাস মর্মরে:
যুগ্ম আলো-ছায়ার নির্ভরে
চাঞ্চল্যের কম্পিত সূচনা;
টলমল শূন্য কুম্ভ-বৎ
উন্মুখ সে; উদ্বায়ী শপথ;
আপাতত অবাক্ রসনা॥

বরদেহে প্রলুব্ধ জিজ্ঞাসা,
হারিয়ে যা অভীষ্ট সম্ভোগে।
তোর পরিবর্তনপিপাসা
ভঙ্গিমার সম্বন্ধ উদ্যোগে
ঘিরে যেন রাখে মৃত্যুতরু।
না এগিয়ে, বাড়া করভোরু,
গোলাপের ভারে মন্দগতি।
নৃত্যে তনু নিশ্চিন্তে সঁপে দে।
এখানে যা ঘটে, অনির্বেদে
অহৈতুক তার পরিণতি॥

জেলেছিল কী উন্মত্ত আলো
অনুর্বর বিলাসের জতু!
তবু দেখে, লেগেছিল ভালো,
পৃষ্ঠদেশে অবাধ্য বেপথু!
ইতিমধ্যে স্বপ্নে আলুথালু
বোধিদ্রুম, বিলায়ে রসালু
প্রপঞ্চ ও সংহত প্রমিতি,
ডুবেছিল রৌদ্রের গভীরে,

বাতাহত নির্ভার শরীরে
জমে যাতে আবার প্রতীতি॥

বৃক্ষ, মহাবৃক্ষ, দুর্নিবার
বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, গগনদর্পণ,
মর্মরের দৌর্বল্যে তোমার
তৃষ্ণা করে রসানুসরণ;
শূন্যে তুমি ছড়াও যে-জটা,
অন্তরঙ্গ তমিস্রার ঘটা
সে-ধাঁধায় মোক্ষ খুঁজে পায়;
চিরন্তন প্রভাতের নীলে,
পারাবতে, সৌরভে, অনিলে,
অফুরান্ প্ররোহের দায়॥

হে গায়ক, খনির অগাধে
লুক্কায়িত তোমার নিপান,
যে-ভাবুক ফণীর প্রসাদে
ভাবাবিষ্ট ঈভ্, মহাপ্রাণ,
তুমি তার হিন্দোলা, তোমাকে
উপদ্রুত করে জ্ঞান, ডাকে,
দৃষ্টিপাত বাড়াতে, উন্নতি;
অবিমিশ্র হিরণ্যে উদ্বাহু;
প্রশাখায় কুয়াশার রাহু,
পক্ষপাত পাতালের প্রতি॥

বিনির্মিত তোমার বর্ধনে
অনন্তকে তুমিই হটাও;
শীর্ষে নীড়, সমাধি চরণে,
জ্ঞানে আত্মবিলোপ ঘটাও।

কিন্তু আমি প্রবীণ দাবায়;
হৈমার্কের বিশুষ্ক আভায়
তোমার এ-শাখা ঘিরে থাকি;
জানি তুমি বিত্তে ভারাতুর--
বিপর্যায়, হতাশা, মৃত্যুর
চ্যুত ফল চোখে চোখে রাখি॥

সুশ্রী সর্প, দুলি ইন্দ্রনীলে,
তন্দ্রা শিষ্ট শীৎকারে তাড়াই,
জয়যুক্ত খেদের নিখিলে
বিধাতার গৌরব বাড়াই।
দুরাশার তিক্ত মহাফলে
মৃৎসন্ততি মাতে দলে দলে—
এর তৃপ্তি, তাই বিলক্ষণ।
তত ক্ষণ তৃষ্ণাস্ফীত আমি,
সর্বেসর্বা নাস্তির প্রণামী
না যোগায় সত্তা যত ক্ষণ॥

—পোল্ ভালেরি

মৃতকল্প বৃদ্ধ যেন বকধর্মে হঠাৎ বিরূপ :
অতিষ্ঠ আতুরালয়ে, চেয়ে দেখে রিক্ত চূর্ণলেপে
ভিত্তিপাল বিগ্রহের নিরাগ্রহ; অনির্বাণ ধূপ
জাগায় বিমুখ গতি আজ তার পঙ্গু পদক্ষেপে॥

শটিত শরীরে রৌদ্র পোয়াতে সে দাঁড়ায় না এসে
কাচের কবাটে; শীর্ণ, শুভ্রকেশ, তাকায় কেবল
বাহিরে, পাষাণ যেথা হিরণ্ময় সূর্যের প্রবেশে,
এবং বিক্ষিপ্ত বিম্বে বাতায়ন পর্যন্ত পিঙ্গল॥

জ্বরে দগ্ধ ওষ্ঠাধরে আকাশের ইন্দ্রনীল ক্ষুধা,
সে ক্লিন্ন চুম্বন আঁকে গবাক্ষের কবোষ্ণ কনকে,
একদা যৌবনে যথা খুঁজেছিল অনাবিল সুধা
লালায়িত তার মুখ প্রাণাধিক কুমারীর ত্বকে॥

মাদকে সে উজ্জীবিত, অচিরাৎ ভোলে বিভীষিকা-
আরতির ঘৃত, ঘড়ি, রোগশয্যা, কাসি ও পাঁচন;
সন্ধ্যার শোণিতে স্নাত নগরীর যত অট্টালিকা
পেরিয়ে, আলোর ভারে থেমে যায় দিগন্তে নয়ন॥

সেখানে নদীর জলে সুরভির বেগুনী উচ্ছ্বাস;
মরালপংক্তির মতো অভিরাম হৈম নৌবহর,
স্বপ্নে দুলে দুলে, সাধে বভ্রু সীমারেখার সমাস;
বিলায় স্বরাট্ স্মৃতি আলস্যের প্রকাণ্ড প্রহর॥

প্রাগুক্ত মুমূর্ষু আমি, রুগ্ণ দেহে বিতৃষ্ণার বিষ;
অসাড় আমার আত্মা সংসারীর পঙ্কমূল সুখে;
উদরপূজার পরে যোগাই না উদ্বৃত্ত পুরীষ
স্তন্যজীবী সন্ততির অন্নজীবী জননীর মুখে॥

তাই পলাতক আমি, জানালায় জানালায় ঝুলি,
দিনগত পাপক্ষয়ে নিত্য করি পৃষ্ঠপ্রদর্শন :
শিশিরনিষিক্ত কাচে অহনার চম্পক অঙ্গুলি,
আশিস্ জানিয়ে, লেখে অসীমের ইষ্ট নিমন্ত্রণ॥

নিজেকে দেবতা-রূপে চিনি আমি সে-মায়ামুকুরে—
হোক কলাকৌশলে বা মন্ত্রবলে, ম'রে, বেঁচে উঠি,
আকাশকুসুমে গাঁথি জয়মাল্য, অবারিত দূরে,
মাধুর্যের জন্মভূমি যেখানে, সে-প্রত্ন তীর্থে ছুটি॥

কিন্তু সর্বেসর্বা, হায়, ইহলোকই। তার গৈবী হানা
এ-নিশ্চিন্ত আশ্রয়েও থেকে থেকে ধরায় অরুচি :
নীলিমানিবন্ধ চোখে অধরার নিশ্চিত ঠিকানা,
পাশব উদ্গার নাকে, মর্ত্যলোক দুর্গন্ধে অশুচি॥

হা, রে তিক্ত অভিমান, সত্যই কি সম্ভব নিস্তার—
পিশ্যাচলাঞ্ছিত ব'লে, কৈলাসের অস্তিত্ব না রাখা,
অফুরন্ত অধঃপাতে মাপা মহাশূন্যের বিস্তার,
নিখিল নাস্তিতে ওড়া, মেলে পুঙ্খবিরহিত পাখা?

—স্তেফান্ মালার্মে

উজ্জীবন

প্রশান্ত শিল্পের স্রষ্টা, প্রসাদের প্রতিমূর্তি শীত
অসুস্থ বসন্তে আজ বিতাড়িত খিন্ন নির্বাসনে :
জৃম্ভণে আলস্য ভাঙে ক্লৈব্য পুন সত্তার গহনে,
যেখানে নির্বাহকর্তা শোকাবহ আমার শোণিত॥

ধাতব চৈত্যের মতো, করোটির অবরোধে যেন
সহসা প্রবেশ করে ঈষদুষ্ণ ধবল প্রত্যুষ;
স্বপ্নসুন্দরীর ডাকে নিরুদ্দেশ বিষাদে পৌরুষ;
বিপুল বীর্যের হর্ষে চমৎকৃত অপর্ণ উদ্যানও॥

পাদপের গন্ধোচ্ছ্বাসে অনন্তর বিশ্রান্ত, ব্যাকুল,
শষ্পে মেলে দিই দেহ কল্পনার সমাধিপত্তনে,
দাঁতে কাটি তপ্ত মাটি, ভুঁই চাঁপা যেখানে প্রতুল,

সর্বনাশে ডুবে যাই নির্বেদের পুনরুন্নয়নে...
সম্বদ্ধ গুল্মের ঊর্ধ্বে ইতিমধ্যে শূন্য প্রভাস্বর,
বিহঙ্গবিকচ রৌদ্র নীলিমার হাসিতে মুখর॥

— স্তেফান্ মালার্মে

উৎকণ্ঠা

সমগ্র জাতির পাপ সংক্রান্ত যে-জান্তব শরীরে,
তার নৈশ বলিদানে আজ আমি নই উপনীত;
জাগাবে না ক্ষুব্ধ ঝড় অপবিত্র কেশের গভীরে
আমার চুম্বন, যাতে দুরারোগ্য নির্বেদ নিহিত॥

নিবিড়, নিশ্চিন্ত নিদ্রা খুঁজি আমি তোমার শয়নে,
অসন্তাপ প্রাবরণে নির্বাণের শান্ত অবরোহ।
ফুরালে মিথ্যার পালা, রক্ষা পাও তুমি যে-অয়নে,
নিত্য সে-নিখিল নাস্তি; তার পাশে মৃত্যুও সম্মোহ॥

আমিও, তোমার মতো, অভিগ্রস্ত ব্যাপক কলুষে,
অনুর্বর, বীতস্বত্ব সৌজাত্যের মৌল মর্যাদায়;
পাষাণহৃদয় তুমি পক্ষান্তরে যেহেতু স্বেচ্ছায়,

অক্ষত তোমার বক্ষ তাই অপরাধের অংকুশে।
আর আমি পরাজিত, প্রেতভয়ে পাণ্ডু, দ্রুতপদ,
ঘুমাতে পারি না একা, ভাবি শয্যা শবের প্রচ্ছদ॥

—স্তেফান্ মালার্মে

নীলিমা

নিরপেক্ষ নীলিমার নির্বিকার, নির্মল বিদ্রূপ,
মদালস পুষ্প যেন, সাংঘাতিক সৌন্দর্য ছড়ায় :
অনর্থক বিড়ম্বনা অভিশপ্ত প্রতিভার যূপ,
যন্ত্রণার মরুপথে আমি কবি ছুটি নিরুপায়॥

ছুটি নিমীলিত নেত্রে; তবু বেঁধে নিষ্কবচ বুকে
লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি তার, রুদ্র অনুশোচনার মতো।
কোথায় লুকাব এই নিদারুণ অবজ্ঞার মুখে,
কই তম, অন্ধ তম, পুঞ্জ পুঞ্জ, সমুত্থ, বিতত?

মাথা তোলো, কুজ্ঝটিকা; মেলো শূন্যে মলিন চীবর;
করো, পরিকীর্ণ করো বিরঞ্জন বিভূতির কণা :
ডুবুক সে-পাংশুস্তূপে হেমন্তের রসস্থ প্রান্তর;
অচিরে সমাধা হোক নৈঃশব্দ্যের মণ্ডপ-রচনা॥

বৈতরণী পঙ্ক ছেড়ে, উঠে এসো তুমিও, নির্বেদ;
দু হাতে কুড়িয়ে আনো বর্ণচোরা শৈবাল, কর্দম :
শতচ্ছিদ্র নভস্তলে লেপে দাও স্তরে স্তরে ক্লেদ,
পায় না প্রবেশপথ আর যাতে দুষ্ট বিহঙ্গম॥

পুনর্বার লুপ্তপ্রায় বাষ্পোচ্ছ্বাসে বিষণ্ন সরণী;
কজ্জলীর কারাগার দিগ্বিজয়ে বদ্ধপরিকর;
বীভৎসের অবরোধে ম্রিয়মাণ পীত দিনমণি;
আসন্ন অনাদি অমা; নির্বাপিত নক্ষত্রনিকর॥

ম'রে গেছে মহাকাশ। চাই আমি তোমাতে আশ্রয়;
আমাকে ভোলাও, জড়, নিষ্করুণ আদর্শ ও পাপ।
যে-গড্ডলিকার স্রোতে মানুষের আত্মপরিচয়
নিশ্চিহ্ন, পাতুক তাতে শেষ শয্যা আমার সন্তাপ॥

কারণ প্রাচীরমূলে অধোমুখ বর্ণভাণ্ড-বৎ,
নিরিক্ত আমার মর্ম; অন্তর্যামী আর রূপে, রসে
সাজাবে না কোনও দিন ক্রন্দসীর মৌন মনোরথ;
তাই খুঁজি বিস্মরণ মরণের জৃম্ভিত রহসে॥

বৃথা অব্যাহৃতিভিক্ষা। নীলিমাই আবার বিজয়ী;
উন্মুখর তারই মন্ত্র মন্দিরের জীবন্ত ঘণ্টায়;
কানে কাংস্য প্রতিধ্বনি; অসূর্যের সুস্নিগ্ধ মাভৈ
অন্তরিত অকস্মাৎ হৃদয়ের ক্ষিপ্ত উৎকণ্ঠায়॥

কুয়াশার অন্তরালে চক্রবর্তী, প্রাগৈতিহাসিক,
সে মাপে আমার মৌল বিবিক্তির কণ্টকিত সীমা।
কোথায় পালিয়ে বাঁচি? বিদ্রোহ কি সর্বত্র বাতিক?
নীলিমানিমগ্ন আমি; চতুর্দিকে নীলিমা, নীলিমা॥

— স্তেফান্ মালার্মে

সমুদ্রসমীর

দেহ দুঃখময়, হায়! সব শাস্ত্র করেছি নিঃশেষ।
উড়ে যাওয়া বহু দূরে! জানি মহাকাশের আবেশ,
সিন্ধুর অচেনা ফেনা আপ্ত ব'লে বলাকা মাতাল!
কিছু নেই : যেমন প্রাচীন কুঞ্জ, চোখের দুলাল,
আমার সমুদ্রমগ্ন হৃদয়ের উদ্ধারে অক্ষম,
হে শর্বরী, রিক্ত কাগজের শুক্ল স্বগত সংযম
বিবিক্ত প্রদীপে, তথা স্তন্যদায়ী যুবতী তেমনই!
প্রস্থানে প্রস্তুত আমি! দোলা লাগে মাস্তুলে; তরণী,
উঠাও নোঙগর, চলো পরকীয়া প্রকৃতির খোঁজে!
নির্বেদ যদিও নিঃস্ব, প্রত্যাশার দশচক্রে মজে,
রুমালী বিদায়ে তার আস্থা তবু হয়নি নির্মূল!
এবং ঝড়কে ডাকে জাতিস্মর ওই যে মাস্তুল,
হাওয়ার দমক ওকে হয়তো বা নোয়াবে আবার
সে-অগাধে, যার কোলে বানচাল নৌকার কাতার,
মাস্তুল ঘুচিয়ে, আসে, ভোলে কামদ্বীপের প্রশ্রয়...
কিন্তু নাবিকের গান কী মধুর সেখানে, হৃদয়!

— স্তেফান্ মালার্মে

ওই অপ্সরীরা, মন চায় ওদের চিরায়ু দিতে॥

কী স্বচ্ছ ওদের কান্তি, আবহের পুঞ্জিত গ্লানিতে
ভাসে যেন ঊর্ণাজাল॥

ভালোবেসেছিলুম তবে কি
স্বপ্নকেই?

প্রতর্ক, প্রাক্তন রাত্রি, সাঙ্গপ্রায়, দেখি,
সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায়, অবশিষ্ট বাস্তব বনানী
জানায় নির্জনে যাকে জয়শ্রীর অর্ঘ্য ব'লে মানি,
তার আখ্যা অনুরাগ গোলাপের স্বভাবদোষেই॥

তবু ধরো...

সে-বরকিশোরীদের পরিচয় এই
হয় যদি যে তারা তোমারই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান
পরিণত সচিত্র পুরাণে! বিনির্গত ওই ধ্যান
আপাতকুমারী প্রথমার, সাশ্রু নির্ঝরের মতো,
ইন্দ্রনীল, হিম নেত্র থেকে : পক্ষান্তরে ক্রমাগত
দীর্ঘশ্বাসে দ্বিতীয়া কি স্মরণে আনে না দ্বিপ্রহরে
উত্তপ্ত হাওয়ার স্পর্শ রোমশ শরীরে! কিন্তু জ্বরে
মূর্ছাপন্ন স্নিগ্ধ অহনার পরাবর্তী চেতনাকে
পিষে পিষে মারে যে-নিস্তব্ধ অবসাদ, সে-বিপাকে
আমার বাঁশিই শুষ্ক কুঞ্জে দ্রব সুর ঢালে; আর
একমাত্র বায়ু রেখারিক্ত চক্রবালে প্রেরণার
প্রকট, কপুট, শান্ত প্রাণ, যা আমার বেণুরবে

প্রত্যুৎপন্ন, পরিকীর্ণ নির্জলা বৃষ্টিতে, তথা নভে
অধুনা পুনরারূঢ়॥

সিসিলির নিস্তরঙ্গ হ্রদ,
যার তটে তটে আমি সবিতার প্রতিযোগী মদ
ধর্ষণে করেছি ব্যয়, হতবাক্ তুমি বিকসিত
স্ফুলিঙ্গের নিচে, বলো, "এখানেই ছিলুম ব্যাপৃত
"আমি প্রতিভাপালিত, ফাঁপা নল কাটায়, যখন
"দূরের শ্যামল উৎসে সমর্পিত দ্রাক্ষার হিরণ
"জন্তুনিভ শুভ্রতার অবিচল ঊর্মিতে উতলা
"হয়েছিল আচম্বিতে : কিন্তু যেই বাঁশরীর গলা
"ফুটেছিল বিলম্বিত আলাপে, অমনই পাখসাটে
"মরালের ঝাঁক শূন্যে মিশে গিয়েছিল, না বিরাটে
"জলকন্যাকারা ফিরেছিল ডুব সাঁতারেই..."

জ্বলে

জড়জগৎ প্রখর প্রহরের তাম্র তাপে : স্থলে,
জলে, অন্তরীক্ষে অপর্যাপ্ত সেই কৌমার্যের লেশ
নেই, এমনকি নেই শিল্পসার সে-ষড়্জের রেশ,
যার অনুসন্ধানেই পলাতকাদের রূপকার
হারিয়ে ফেলেছে আজ; আদি উন্মাদনায় আবার
নিজেকে জাগিয়ে তবে, পুরাতন আলোকের বানে
দাঁড়াব একেলা, ঋজু, হে পদ্মিনী, অপাপের ভানে
তোমাদেরই অন্যতম॥

যে-মূক চুম্বনে থেমে যায়
অনুলাপী অধরের প্রলাপরটনা, স্বস্তি পায়

বিশ্বাসহন্ত্রীরা, ততোধিক রহস্যনিগূঢ় ক্ষত—
অমর্ত্য দন্তের সাক্ষ্য—অথচ আমার অনাহত
বক্ষে স্বাক্ষরিত; কিন্তু থাক বাক্যব্যয়! সমুদার
যুগল বেতসই শুধু হেন মন্ত্রগুপ্তির আধার :
বিবিক্তির মর্মবাণী, পরিণত তারই দীর্ঘ সুরে,
নীলিমাকে স্বধর্ম ভোলায়; প্রতিবেশে যায় ঘুরে
রূপসীর মাথা, আত্মগত সঙ্গীতের নায়িকা সে
ভাবে আপনাকে, যদিও প্রকৃতপক্ষে, প্রতিভাসে
প্রত্যক্ষ উরুর কিংবা পৃষ্ঠাদির রূপান্তর ক'রে,
বিশ্রম্ভের অস্থায়ী-অন্তরা যেমন অমর ম'রে,
তাকে মেনে সার্থক তেমনই একতাল ওঙ্কারের
প্রতিধ্বনিপ্রহত অভাব॥

তবে ফুটে ওঠো ফের,
হে যন্ত্রস্থ পলায়ন, পিশুন সিরিংস্, পুনরায়
স্ফূর্তির প্রয়াস পাও ইতস্তত বিতত জলায়,
যেথা তুমি আমারই প্রতীক্ষা-রত! আমি জনরবে
অলজ্জিত, কাটাব অমেয় কাল দেবীদের স্তবে:
কৃতবিদ্য প্রতিমাপূজায়, একাধিক বৈদেহীর
মেখলা খসাব : যেমন সন্তাপ ভুলে আমাদির
বিবর্তবাদেই, আঙুরের শোষিতপ্রসাদ ত্বকে
ফুৎকার ভরেছি, এবং প্রচুর হেসে, অপলকে,
মাতাল তৃষ্ণায়, সারা বেলা তাকিয়ে থেকেছি, তুলে
ধ'রে মহাকাশে ভাস্বর নির্মোক॥

স্মৃতির পুতুলে
এসো, হে অপ্সরীবৃন্দ, প্রাণবায়ু ফুঁকি। "নলবন
"চিরে চিরে, আমার চাহনি বিঁধেছিল অতুলন

"তাদের গ্রীবায়, যার জ্বালানিবারণে দিগ্বধূর
"দল ঝাঁপ দিয়েছিল লহরীতে, নির্লিপ্ত, নিষ্ঠুর
"শূন্যে আরণ্যক আর্তনাদ হেনে; এবং অচিরে
"কুন্তলের মুক্ত ধারা হীরকের মথিত মির্মিরে
"বিভাব হারিয়েছিল! আমি ছুটেছিলুম সে-দিকে;
"কিন্তু পা, উচট লেগে, থেমেছিল যেখানে, সখীকে
"বাহুক্ষেপে বেঁধে, সখী (সম্ভাবিত অনৈক্যে আহত)
"অঘোরে ঘুমিয়েছিল। আনিনি বিয়োগ করগত
"সে-অদ্বৈতে; ছায়াবিড়ম্বিত এই গোলাপবিতানে
"নিয়ে এসেছিলুম তাদের, যাতে দিনেশের টানে
"বীতগন্ধ ফুলের মতোই, আমাদের উচ্ছ্বসিত
"রতিপরিমল উবে যায় দিবাশেষে।" বলাৎকৃত
কুমারীর ক্রোধ, উলঙ্গিনী উন্মত্ত রভসে শুচি,
পিপাসিত অধরের তপ্ত স্পর্শে যেন বররুচি
বিদ্যুতের স্খলিত বিলাস, ভালোবাসি, ভালোবাসি
আমি আতঙ্কের সংবৃত শরীরে -হোক তা উদাসী
প্রথমার পদান্তে বা দ্বিতীয়ার দুরুদুরু বুকে :
উভয়ে সমান তারা নষ্ট অনভিজ্ঞার অসুখে,
একজন আত্মহারা যদিচ ক্রন্দনে ও অপরে
মাত্র বাষ্পাকুল। "আমার মহাপরাধ, দৈব বরে
"যে-চুম্বন একাকার তথা আলুথালু, জয়োল্লাসে—
"যেহেতু তাদের ভয় ভেঙেছিল আমারই প্রয়াসে—
"সে-সহযোগের জোট আমি চেয়েছিলুম ছাড়াতে।
"কারণ উদ্দীপ্তকাম জ্যেষ্ঠার সংক্রাম কনিষ্ঠাতে
"দেখা দূরে থাক, অগ্রবর্তিনীর গভীর আহ্লাদে
"যেই নিবাতে গেলুম আমার দীপক হাসি, সাধে
"আর সাধ্যে তৎক্ষণাৎ বিবাদ বাধাল বিধি : শ্বেত
"পালকের মতো অলজ্জ, সরল অনুজা সঙ্কেত
"থেকে পলাল সে-সুযোগে, আমার অঙ্গুলি ছিনিয়ে;
"সঙ্গে সঙ্গে, গদ্‌গদ নির্বন্ধে কান পর্যন্ত না দিয়ে,

"কৃতঘ্ন শিকার খণ্ডাল শিথিল কণ্ঠাশ্লেষ॥"

যাক
যা যাবার; অনাগত সুন্দরীরা ভরাবে এ-ফাঁক,
জড়িয়ে আমার শৃঙ্গে কেশপাশ, আরামে তরাবে :
স্বসমুত্থ আদিরসে অলিদের মুখর করাবে
আমার বাসনা—স্ফুট, নীলারুণ, সুপক্ক ডালিম;
এবং যে-পরিপ্লুতি আমাদের শিরায় রক্তিম,
তার নিত্য নির্বিশেষে ধার্য নয় কে বসন্তসেনা।
কুঞ্জকে ছোপায় যবে ধূসরিত গোধূলির হেনা,
তোমার উৎসব, এট্‌না, নির্বাপিত পাতায় পাতায়
অন্তরিত হয় সে-সময়ে, আসে অমায়িক পায়ে
স্বয়ং ভীনাস্‌, পেরিয়ে লাভার প্রস্থ, অকস্মাৎ
নীরবের বজ্রনাদে ঘটে খিন্ন বহ্নির নিপাত।
ধরি ভুজে অপ্সরীরাজ্ঞীকে॥

হা, শাস্তি অনপনেয়...

কিন্তু বাক্যবিমুক্ত হৃদয়, তথা গুরুভার দেহ,
হার মানে শেষে মধ্যাহ্নের উদ্ধত মৌনের কাছে :
আর নয় দেবনিন্দা; স্মরণের আনাচে কানাচে
তন্দ্রা জমে; পাতি শয্যা তবে রুক্ষ বালুতে এ-বার,
এবং সুরার জন্মপত্রে যে-গ্রহ প্রবল, তার
নিচে শুই, যথারীতি মুখ খুলে!

যমলা, বিদায়!
আমাকে সে-ছায়া ডাকে, তোমাদের লুপ্ত যে-দ্বিধায়॥

—স্তেফান্‌ মালার্মে

অর্ধছাগ, অর্ধদেবতা, রোমক পুরাণের ফন্, ভারতীয় কিন্নরদের মতোই, সংগীতবিলাসী। কিন্তু তারা গায়ক নয়, বেণুবাদক; এবং হয়তো তাই, যেমন আমাদের মুরলীধর, তারাও তেমনই লাম্পট্যের প্রতিমূর্তি। কারণ তাদের অগ্রনায়ক প্যান্-এর অনুধাবন থেকে বাঁচার অন্য পথ না পেয়ে, সিরিংস্-নামক অপ্সরী একদা বেতসের রূপ ধরেছিল; এবং উক্ত নলেই ফন্-সম্রাটের প্রথম বাঁশি নির্মিত। অবশ্য মালার্মে-র মূত্যু মনোবিকলনের প্রাগ্বর্তী। তাহলেও অলোকসামান্য অনুব্যবসায়ের আশীর্বাদে তিনি প্রায় এক শতাব্দী আগে—যখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশের নিচে, তখন—অনুমান করেছিলেন যে সৌন্দর্যবোধ বিরংসার উদ্‌গতিমাত্র; এবং সেই জন্যে ফন্-এর দিবাস্বপ্নে প্রত্যক্ষ ঊরু ও পৃষ্ঠ ধ্বনিসর্বস্ব কবিতার একতাল ওংকারে পরিণত। নন্দনতত্ত্বের আর কোনও ব্যাখ্যায় আস্থা রাখলে, শোষিত আঙুরের নির্মোকে ফুৎকার ভ'রে, সারা দিন সে-ভাস্বর গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে, তৃষ্ণানিবারণ তার সাধ্যে কুলত না; এবং বৌদ্ধ না হয়েও, সে কায়মনোবাক্যে মন্ময় শূন্যবাদ মেনে নিয়েছিল ব'লেই, সন্ধ্যার তন্দ্রাবেশেও তার আত্মশ্লাঘা ফুরয়নি, তার সর্বশক্তিমান অহংকারের অগ্নিগিরি ভীনাস্-কে গ'ড়ে, আবার আপনার বজ্রনির্ঘোষ মৌনে তলিয়ে গিয়েছিল। নায়িকাযুগলের প্রসঙ্গেও অনুরূপ মন্তব্য সম্ভব; এবং পৃথক ভাবে তাদের মধ্যে বাঁশরী ও প্রেরণা, বেদনা ও ভাবনা, ইত্যাদির যোগাযোগ দেখি বা না দেখি, প্রাকৃত অদ্বৈতের ব্যবচ্ছেদই নায়কের স্বীকৃত মহাপরাধ।

পক্ষান্তরে মালার্মে প্রতীকী কাব্যের পুরোধা; এবং প্রতীকের সঙ্গে রূপকের প্রভেদ আকাশ-পাতালের চেয়েও বেশী। অর্থাৎ প্রতীক স্বতঃসিদ্ধ রূপের কৈবল্য আর রূপক ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক; এবং মালার্মে কবিতাকে রিক্তগর্ভ সংগীতের মর্যাদা দিয়েই থামেননি, পাশ্চাত্ত্য সংগীতের বিশেষ বর্ণমালা কাব্যরচনায় অনুকরণীয় নয় ব'লে, তিনি একাধিক বার আক্ষেপ করেছিলেন। উপরন্তু তিনি জানতেন যে সম-সাময়িকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র শুদ্ধ কবি; এবং আজীবন তিনি যেহেতু অধ্যাপনার দ্বারা অগত্যা গ্রাসাচ্ছাদনের দাবি মিটিয়েছিলেন, তাই

বোধহয় লোকশিক্ষার নামে তাঁর গায়ে জ্বর আসত। অবশ্য গদ্য টীকায় কবিতার মর্মোদ্‌ঘাটন যে পাপের পরাকাষ্ঠা, এ-বিশ্বাস তাঁর নয়, তাঁর স্বনামধন্য শিষ্য ভালেরি-র। কিন্তু তাঁর কাব্য নিকামত রহস্যঘন; এবং সেই প্রাণস্বরূপ রহস্যের রক্ষায় তাঁর জটিল চিত্রকল্প অবিচ্ছেদ্য, তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনামূলক শব্দের ধাতুগত প্রয়োগে দুরূহ, তাঁর অভিপ্রায়, ব্যাকরণ মানলেও, অন্বয়ের শাসন-মুক্ত। তৎসত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে অন্তত প্রথম সংস্করণে "ফন্‌-এর দিবাস্বপ্ন" আবৃত্তির জন্যে লিখিত; এবং জীবদ্দশায় সে-সাধ পূরতে না পেরে, কবি যদিও নিরন্তর সংশোধনে অভিনেয় কাহিনীকে শেষ পর্যন্ত ধেয় স্বগতোক্তির পর্যায়ে তুলেছিলেন, তবু যে-বৈনাশিক এ-নাটকের মুখ্য পাত্র, তার অনন্য নির্ভর ঘটনা-পরম্পরা, অথবা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ—উজ্জ্বল ও অবশ্যস্বীকার্য হলেও, প্রতীক, যার ও-দিকে অনিশ্চয় আর এ-দিকে বেদনাপ্রভব কল্পনা।

অন্ততঃপক্ষে আমরা যারা দর্শক, উত্তম পুরুষের অন্তরলোকে আমাদের প্রবেশ স্বভাবত নিষিদ্ধ; এবং তার হাব-ভাবে দৃষ্টি রেখে, তথা উক্তিতে কান পেতে, যত রকম বিবরণ লেখা সম্ভব, তার একটা এই : ফন্‌-দের শ্রীক্ষেত্র সিসিলি-র এক উপবনে একজন মধ্যবয়সী ফন্‌, মধ্যাহ্ননিদ্রায় বিভোর হয়ে, দেখছিল অপ্সরীধর্ষণের সুখস্বপ্ন; কিন্তু দিনের তাপ বাড়তে, সে আর ঘুমতে পারলে না; এবং জাগতেই, তার চক্ষে পড়ল শূন্য কুঞ্জের বাস্তব ডাল-পালা। তখন যদিও না মেনে উপায় রইল না যে তন্দ্রা আসার আগে পারিপার্শ্বিক গোলাপের গন্ধ তার মানসে যে-আমোদ জাগিয়েছিল, তাতেই ফুটে উঠেছিল স্বপ্নাদ্য বর-মাল্যের আকাশকুসুম, তবু কল্পনাবিলাসকে একেবারে অসার বলতে তার আত্মরতিতে বাধল; এবং ফলে, উৎপ্রেক্ষার চরমে পৌঁছে, সে ভাবতে চাইলে যে নিকটে কোনও নির্ঝরের শব্দ, বা শরীরে হাওয়ার তপ্ত স্পর্শ, নায়িকাযুগলকে মনে আনেনি, বরঞ্চ তাদের ভাবানুষঙ্গেই জলকল্লোল ও বায়ুহিল্লোলের উৎপত্তি। কিন্তু এ-বিশ্বাসও টিঁকল না—আবার চোখ মেলতেই, বোঝা গেল যে, সুন্দরীদ্বয় দূরে থাক, তার প্রতিবেশে জল-হাওয়ার চিহ্নও নেই, রুক্ষ নাস্তিতে অভিব্যাপ্ত শুধু বাঁশির দ্রব সুর আর বাদকের দিব্য প্রেরণা, যা, কামিনী কেন, অপ্‌ ও মরুতের মতো আদিভূতেরও উদ্‌ভাবক। এমনকি, অমায়িক ভুজনে, দিগন্তের রৌদ্রবিকচ

হ্রদে তাকাতেও, ভেসে উঠল কেবল অভিজ্ঞান; এবং সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলাল সত্য-মিথ্যার ব্যাবহারিক ব্যাবর্ত।

কারণ সে যেমন না মেনে পারলে না যে সে আদ্যন্ত একা, তেমনই বুকে দংশনের দাগকেও তার অস্বীকার্য ঠেকল; এবং তার পরে সে বুঝলে যে উভয় উপলব্ধি কার্যকারণের সূত্রে সম্বন্ধ। অর্থাৎ শিল্প-সামগ্রী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি; এবং যে-নির্মম অনুপ্রাণনায় রূপকারমাত্রেই নিঃস্ব, তাতে সম্ভবত প্যান্‌-প্রপীড়িত সিরিংস্‌-এর অবরোহী অভিসম্পাত সক্রিয়। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস এমনই নিষ্ঠুর যে উক্ত আত্মবলিদানের দুঃখ প্রতিহিংসাপরায়ণ সিরিংস্‌-কেই নিবেদ্য; এবং হয়তো তাই, মুখে মাইডাস্‌-এর নাম না আনলেও, নায়ক ইঙ্গিতে সে-হতভাগ্যের উল্লেখ করেছে। অবশ্য ফ্রিজিয়া-রাজ, প্যান্‌-অ্যাপলো-র সংগীতপ্রতিযোগে প্রথমের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে, শেষোক্তের শাপে যে লম্বকর্ণ হয়েছিলেন, তা তিনি নিজে রটাননি; এবং তাঁর নাপিত সে-কথা শুনিয়েছিল কেবল মাটিকে। কিন্তু যত্নে বোজানো গর্তে ফুটে উঠেছিল বেতস; এবং হাওয়ার দৌত্যে রাজার লজ্জা পৌঁছে-ছিল প্রজার কানে। অতএব লোকাপবাদখণ্ডনের ব্যর্থ চেষ্টায় সময় না কাটিয়ে, ফন্‌ অতঃপর মন দিলে মানসীদের প্রকাশ্য বস্ত্রহরণে; এবং যখন বলাৎকারের সুযোগ এল, তখনও সে শিকারসমেৎ বনান্তরালে লুকল না, সাক্ষী ডাকলে দ্বিপ্রহরের সূর্যকে। সেই অবৈকল্য সত্ত্বেও, চূড়ান্ত সিদ্ধি কেন তার ভাগ্যে জুটল না, সে-প্রশ্নের উত্তর সে আপনার মধ্যেই পেলে; এবং মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যে-সোহংবাদে শেষ পর্যন্ত সে চোখ বুজলে, তার ভাষ্য লিখে গেছেন শঙ্করাচার্য।

অবশ্য অদ্বৈতবাদে মালার্মে-র গুরু শঙ্কর নন, হেগেল্‌। কিন্তু অনেকে যেমন ভাবেন যে শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৈনাশিক, তেমনই হেগেল্‌-এর বিচারে বিশুদ্ধ সত্তা আর নির্বিকার নাস্তি তুল্যমূল্য; এবং তাঁর শিষ্য মালার্মে-র কাছেও তাই একর্ষির হিরণ্ময় পাত্র মোহময়। তবে ক্রোচে-ও হেগেল্‌-পন্থী; এবং তিনি ভাব ও ভাষার প্রভেদ মানেননি। সুতরাং "ফন্‌-এর দিবাস্বপ্ন"-এ ঈশোপনিষদের রহস্যারোপ হাস্যকর; এবং হয়তো তার চেয়েও বেশী পণ্ড শ্রম উক্ত ফরাসী কবিতার বঙ্গানুবাদ। কারণ কবি হিসাবে মালার্মে শুধু বিভিন্ন, এমনকি বিপরীত, আবেগের

আস্রবণ, অথবা অস্‌মোসিস্‌, ঘটিয়েই ক্ষান্ত নন, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চিত্র-কল্প যে-রকম বহুলাঙ্গ বাক্যের মুখাপেক্ষী, তার অনুকরণ স্বভাব-নির্গ্রন্থ বাংলায় একেবারে অসম্ভব; এবং স্বয়ং অলডাস্‌ হাক্স্‌লি বর্তমান কবিতার ইংরেজী তর্জমায় পরিবর্জন ও পরিবর্তন—এ-দুটো দোষের কোনওটা এড়িয়ে যেতে পারেননি। অবশ্য রজার ফ্রাই-এর অনুবাদ আক্ষরিক। কিন্তু শার্ল্‌ মোর‍ঁ-র টীকা-ব্যতিরেকে তা প্রায় অবোধ্য; এবং মোর‍ঁ আর মালার্মে-র শ্রেষ্ঠ জীবনীকার আঁরি মঁদর-এর মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র বোধহয় অবিমিশ্র সমালোচনার প্রবর্তক আল্‌বের তিবোদে-র প্রতি তাঁদের গভীর অবজ্ঞা, যদিও গুরুভক্ত ভালেরি আবার শেষোক্তের পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে, প্রতীক ব'লেই, মালার্মে-র কাব্য-সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত অনিবার্য; এবং তিনি কার্যতও দেখিয়ে গেছেন যে কবির সঙ্গে যে-ফুলের কারবার, তার বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, আকার নেই, আছে কেবল প্লেটো-পরিকল্পিত রূপ।

John Masefield

I have seen dawn and sunset on moors and windy hills (Beauty)
Twilight it is, and the far woods are dim, and the rooks cry and call (Twilight)

D. H. Lawrence

In front of the sombre mountains, a faint, lost ribbon of rainbow (On the Balcony)

C. Field

If any ask, "How looks the moon?" (*from* Jalaluddin Rumi)

William Shakespeare

Who will believe my verse in time to come (Sonnet XVII)
Shall I compare thee to a summer's day (Sonnet XVIII)
Devouring Time, blunt thou the lion's paws (Sonnet XIX)
So is it not with me as with that muse (Sonnet XXI)
My glass shall not persuade me I am old (Sonnet XXII)
Weary with toil, I haste me to my bed (Sonnet XXVII)
When in disgrace with fortune and men's eyes (Sonnet XXIX)
When to the sessions of sweet silent thought (Sonnet XXX)
Thy bosom is endeared with all hearts (Sonnet XXXI)
Full many a glorious morning have I seen (Sonnet XXXIII)
Why didst thou promise such a beauteous day (Sonnet XXXIV)
Like as the waves make towards the pebbled shore (Sonnet LX)
No longer mourn for me when I am dead (Sonnet LXXI)
That time of year thou mayst in me behold (Sonnet LXXIII)
But be contented: when that fell arrest (Sonnet LXXIV)
Or I shall live your epitaph to make (Sonnet LXXXI)
Then hate me when thou wilt; if ever, now (Sonnet XC)
To me, fair friend, you never can be old (Sonnet CIV)
Not mine own fears, nor the prophetic soul (Sonnet CVII)
The expense of spirit in a waste of shame (Sonnet CXXIX)
My mistress' eyes are nothing like the sun (Sonnet CXXX)
When my love swears that she is made of truth (Sonnet CXXXVIII)
Poor soul, the centre of my sinful earth (Sonnet CXLVI)

Heinrich Heine

Wir sassen am Fischerhause (Die Heimkehr, VII)
Schlage die Trommel und furchte dich nicht (Doktrin)
Wir seufzen nicht, das Aug ist trocken (Geheimnis)
Hat die Natur sich auch verschlechtert (Entartung)
Weil ich so ganz vorzuglich blitze (Wartet nur)
Du wirst in meinen Armen ruhn (Der Unglaubige)
Nichts ist vollkommen hier auf dieser Welt (Unvollkommenheit)

Heinrich Heine (*Continued*)

Die Geissblattlaube—Ein Sommerabend (Wiedersehen)
Verlorner Posten in dem Freiheitskriege (Enfant perdu)
Als die junge Rose bluhte (Getraumtes Glück)
Das gelbe Laub erzittert (Der scheidende Sommer)
Es glänzt so schon die sinkende Sonne (Liebesverse Zweite Abteilung, X)
Ich bin nun funfunddreissig Jahr alt (An Jenny)
Des Weibes Leib ist ein Gedicht (Das Hohelied)
Für eine Grille—keckes Wagen (Aus der Matratzengruft, I)
Glaube nicht, dass ich aus Dummheit (Celimene)

Johann Wolfgang von Goethe

Lass mein Aug' den abschied sagen (Der Abschied)
Nun verlass' ich diese Hütte (Die schone Nacht)

Paul Valéry

Parmi l'arbre, la brise berce (Ébauche d'un Serpent)

Stéphane Mallarmé

Las du triste hôpital, et de l'encens fétide (Les Fenêtres)
Le printemps maladif a chassé tristement (Renouveau)
Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête (Angoisse)
De l'éternal azur la sereine ironie (L'Azure)
La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres (Brise Marine)
Ces nymphes, je les veux perpétuer (L'Après-Midi d'un Faune)